দারসে কুরআন সিরিজ-৩৮

যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল

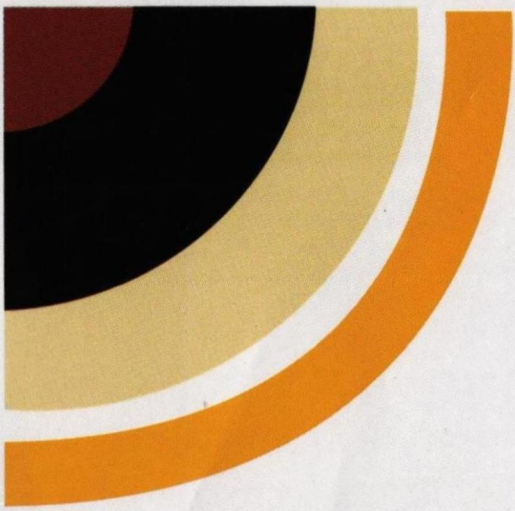

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-৩৮

যুক্তির কষ্টি পাথরে পরকাল

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

যুক্তির কষ্টি পাথরে পরকাল
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯২ ইং
সাতাশতম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ৩৬ টাকা

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্য

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান?
- যারা তাফসীর পড়ার বা শুনার সময় পাননা অথচ কুরআন বুঝতে চান?
- যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন
- যারা খতিব, মুবাল্লিগ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী

এই সিরিজের বৈশিষ্ট্য

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা
- সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ
- সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি
- নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো
- লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

ভূমিকা

পরকাল সম্পর্কে যারা অবিশ্বাসী এবং যাদের মনে সন্দেহ রয়েছে যে, পরকাল হতেও পারে, নাও হতে পারে তাদের নিকট আমার একটা নিবেদন এই যে, আপনারা মেহেরবাণী করে আমার নিম্নের কথাটার উপর নিরপেক্ষ মন নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন, দেখুন আপনার মন কি বলে। আপনার নিরপেক্ষ মন যা বলবে আপনি তাই করবেন। এতে আপনারই উপকার হবে বলে আশা করি।

চিন্তার বিষয়বস্তু

আমরা সমস্ত আহলি কিতাবদের কাছ থেকে শুনে আসছি এবং যত নবী রাসূল এসেছেন প্রত্যেকেই বলেছেন- **"পরকাল হবেই"** এখন এই যে পরকাল সম্পর্কে যা শুনে আসছি তা হয়ত সত্য হবে, নইলে মিথ্যা হবে। এই দুইটার যে কোন একটা মিথ্যা এই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন যদি পরকাল না হয়, আর বিচারের সম্মুখীন যদি না হতে হয় তাবে তো আমরা সবাই বেঁচে গেলাম। আর যারা পরকাল বিশ্বাসের ভিত্তিতে আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করে চলছে তাদের তো বাঁচার একটা পথ ইনশাআল্লাহ হবে। কিন্তু যারা তা (পরকাল) মানছে না, তাদের উপায়টা তখন কি হবে ?

শুধু আমার এই কথাটার উপর চিন্তা করতে বলব, সকল বনী আদম ভাইবোনদের। অতঃপর আমার এই বইটা পড়ে আপনার নিরপেক্ষ মন যা রায় দেয় আপনি সেই মুতাবিক চলুন।

খন্দকার আবুল খায়ের

www.pathagar.com

সূচিনির্দেশনা

✧ আল্–কুরআনের দৃষ্টিতে কিয়ামত সম্পর্কে বহু মানুষের ধারণা ৭

✧ পরকাল সম্পর্কে আল্– কুরআন ৯

✧ পরকাল সম্পর্কে ১টি জোরাল যুক্তি ১১

✧ আল্লাহর অস্তিত্ব ১৩

✧ জ্ঞান চক্ষু দিয়ে কিয়ামত দেখা ২৩

✧ বর্তমান সিষ্টেমে রয়েছে ২৪

✧ সূরা তাকবীর ২৫

✧ সৃষ্টি বা জন্মনিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে ৩০

✧ সূরা ইন্‌ফিতার ৩১

✧ সূরা ইনশিকাক ৩৭

✧ কিয়ামতের ভয়াবহতা ৪২

✧ পরকাল আমরা সত্যই কি মানি? ৪৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্-কুরআনের দৃষ্টিতে কিয়ামত সম্পর্কে বহু মানুষের ধারণা

পরকাল, পূনরুত্থান, শেষ বিচার প্রতিফল ভোগ ইত্যাদি সম্পর্কে বহু মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন যে তারা পরকাল মানে না। আল্লাহ যখন বলেছেন যে তারা পরকাল মানে না, তখন আমরা কি করে বলতে পারি যে সব মানুষই পরকাল মানে ? আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ আল্ কুরআনে যে ৫টি আয়াতে বলেছেন কিছু মানুষ আছে যারা পরকাল মানে না। সে ৫টি আয়াত নিম্নে দেয়া হল, এর থেকে বুঝা যাবে কি পরিমান লোক পরকাল মানে আয়াতগুলো যথাক্রমে

(১) সূরা আল্ মুমেনুন ৮২ নং আয়াত-

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ

অর্থ- তারা বলে যে আমরা যখন মরে মাটির সঙ্গে মিশে যাব, হাড়গোড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এর পরে কি (আল্লাহ) আবার জীবিত করতে পারবেন, বা পূনরায় কি জীবিত হব ?

(২) সূরা সাফফাতের ১৬ নং আয়াত-

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ

অর্থ- আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব এবং শুধু হাড়গোড় হয়ে যাব, তারপর কি আবার জিন্দা হব ?

(৩) ঐ একই সূরার ৫৩ নং আয়াতে-

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ

অর্থ- আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব এবং হাড়গোড় হয়ে যাব, তারপর কি আবার জীবিত হব ?

www.pathagar.com

(৪) সূরা ক্বাফের ৩নং আয়াত-

ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

(৫) অর্থ- আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব, (তখন পুনরায় জীবিত হওয়া) এইরূপ জীবিত হয়ে ফিরে আসা তো বিবেক বুদ্ধির বাইরে।

সূরা ওয়াকেয়ার ৪৭-৪৯ নং আয়াত-

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

অর্থঃ আর তারা বলত– আমরা যখন মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাব এবং হাড়গোড় হয়ে পড়ে থাকব। তখন কি আমাদের পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষ পূর্বেই চলে গেছে ? হে নবী এই লোকদের বলুন নিশ্চয়ই আগের এবং পরের সকলকেই এক দিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে। এর সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এসব আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে একদল লোক পরকাল স্বীকার করে না। অবশ্য তাদেরকে পরকাল সম্পর্কে বুঝানোর জন্যে আল্লাহ আল্–কুরআনে যেসব যুক্তি ও হুসিয়ার বাণী নাযিল করেছেন, তা বুঝান আমাদের পরকাল বিশ্বাসীদের জন্যে সবচাইতে বড় দায়িত্ব। কারণ আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, পরকাল হবেই এবং বিচারের সম্মুখীন ও হতে হবে। তখন যারা এ ব্যাপারে অবিশ্বাসী এবং যাদের আধো আধো বিশ্বাস তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই আমি আল্লাহর কুরআন থেকেই কিছু যুক্তি পেশ করছি। আর পরকাল কিভাবে হবে, তার ভয়াবহতা কিরূপ হবে, এসব বিষয়েও এতে কিছু বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি বনি আদমদের এ বিষয়ে সজাগ ও সচেতন করার উদ্দেশ্যেই। যেন আমাদের দুনিয়ার প্রতিটি কাজ পরকাল বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করে নিতে পারি।

www.pathagar.com

পরকাল সম্পর্কে আল্- কুরআন

যে শব্দ দ্বারা পরকাল স্পষ্টভাবে বুঝা যায় সেই ধরণের শব্দগুলো কোনটি আল্-কুরআনে কতবার আছে তা নিম্নে দেয়া হলো।

১। (শেষদিন) শব্দটি আল্-কুরআনে আছে — ১৫৫ বার

২। (কিয়ামত) শব্দটি আল্-কুরআনে আছে — ৭০ বার

৩। (সেইদিন) শব্দটি আল্-কুরআনে আছে — ৬৮ বার

৪। (শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে) আল্-কুরআনে আছে — ১২ বার

৫। (প্রতিফল দিবস) শব্দটি আল্-কুরআনে আছে — ১৩ বার

৬। (পুনরায় উঠাব) শব্দটি আল্-কুরআনে আছে — ৩ বার

৭। (সে পুনরায় উঠবে) শব্দটি আল্-কুরআনে আছে — ১ বার

৮। (তাদের পূনরুত্থিত করা হবে।) শব্দটি আছে — ৮ বার

৯। (সকলকে উঠান হবে) শব্দটি আল্-কুরআনে আছে — ৭বার

১০। (সকলকে উঠানো হবে) শব্দটি আল্-কুরআনে আছে — ২ বার

১১। (অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে) শব্দটি আছে—৩ বার

১২। (তোমরা শীঘ্র জানতে পারবে) আল্-কুরআনে আছে — ৯ বার

১৩। (তারা শীঘ্য জানতে পারবে) আল্-কুরআনে আছে — ৬ বার

১৪। (তারা শীঘ্র জানতে পারবে) আল্-কুরআনে আছে — ৫ বার

মোট ৩৬২ বার

পরকাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে ৩৬২ টি শব্দ আছে আল কুরআনে। আর আমার চোখ এড়িয়ে যদি আরো কিছু বাদ পড়ে থাকে তবে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়াও এমন বহু আয়াত রয়েছে যার দ্বারা পরকাল বুঝায় এই ধরণের কিছু আয়াতও এতে তুলে দেয়া হলো। (অর্থাৎ আল-কুরআনের প্রায় মাক্কী সূরাগুলোর মধ্যেই পরকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে যার সব কিছু এতে তুলে দেয়া আমার উদ্দেশ্য না। আর তা করতে গেলে বিরাট কিতাব হয়ে যাবে। আমার উদ্দেশ্য অল্প কথায়

www.pathagar.com

মুসলমান ভাইবোনদের পরকাল সম্পর্কে হুশিয়ার ও সচেতন করে তোলা এবং যারা পরকাল মানেনা তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বুঝান যে পরকাল হবেই যা আদৌ মিথ্যা নয়।)

সূরা ওয়াকেয়ার ১ম কয় আয়াতে পরকাল বুঝানোর জন্যে যেমন বলা হয়েছে।

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ----

যখন সেই মহা ঘটনা ঘটবে যে ঘটনা আদৌ (দিন রাত যেমন সত্য কিয়ামত ও তেমন-সত্য) মিথ্যা নয়। সূরা কারিয়ার ১ম আয়াতে বলা হয়েছে—

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ○

ভয়াবহ দুর্ঘটনা, কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ----

সূরা আল-যিলযালে বলা হয়েছে —

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ○

পৃথিবীকে যখন ভীষণভাবে দুলিয়ে দেয়া হবে। এবং যমিন যখন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা (অর্থাৎ কবরের মানুষগুলো) বের করে দেবে।

সূরা নাবার ১ম আয়াতে

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ○ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيْمِ ○ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ○

এই লোকেরা কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই মহা সংবাদ সম্পর্কে? যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে ? এভাবে অসংখ্য আয়াত রয়েছে আল্ কুরআনে। যা গুনে শুমার করা মুস্কিল।

www.pathagar.com

পরকাল সম্পর্কে ১টি জোরাল যুক্তি

সূরা হা-মীম আস সাজদার ৩১ নং আয়াত-

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

অর্থ– (মৃত্যুর সময়ে কিছু ফেরেস্তা এসে নেক্কার বান্দাদের বলবে) আমরা দুনিয়াতেও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম এবং পরকালের জীবনেও তোমাদের সঙ্গে থাকব। সেখানে তোমরা তাই পাবে যা তোমাদের মনের চাহিদা বা দাবী। আর সেখানে তোমরা যে জিনিষ পাওয়ার ইচ্ছা করবে তাই পাবে।

ব্যাখ্যাঃ এখানে আল্লাহ বলছেন মৃত্যুর সময় নেক্কার লোকদেরকে ফেরেস্তারা বলবে যে দুনিয়াতেও আমরা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম আর পরকালের জীবনেও তোমরা নিঃসঙ্গ থাকবে না। সেখানে আমাদের সঙ্গ লাভ করতে পারবে। আর পরকালটা হচ্ছেই এই জন্যে যে আল্লাহ তোমাদের মনের চাহিদা সেখানে মিটাবেন। এখানে প্রশ্ন কী সেই জিনিষ যা আমাদের মনের একটা বড় মৌলিক চাহিদা? (এ চাহিদার কথা এরপরই ইনশাআল্লাহ বলছি)

আর বলা হয়েছে বেহেস্তের মধ্যে তোমরা যা ইচ্ছা করবে তাই তোমরা পাবে। সেখানে কাজ করে খাওয়া লাগবে না। মনে ইচ্ছা করলেই পাওয়া যাবে।

এ আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে 'মৃত্যুর পরে তোমরা যে ভিন্ন সিস্টেমের আরেকটা জগতে যাবে তা তোমাদের মনের চাহিদা মিটানোর জন্যেই যাবে।

এখানে প্রশ্ন, আল্লাহ কেন বললেন সেখানে তোমাদের মনের দাবী পূরণ করা হবে। তাহলে এর থেকে বুঝাগেল মনের কোন একটা দাবী এই দুনিয়ায় পূরণ হচ্ছে না । সেইটাই পূরণ হবে পরকালে। এখন দেখা যাক মনের কোন দাবীটা পূরণ হচ্ছে না এবং তা বর্তমান সিস্টেমের দুনিয়ায় পূরণ

www.pathagar.com

হওয়াও সম্ভব না এবং আমরা চিন্তা করে দেখব আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটির দাবী তিনি কিভাবে পূরণ করেন। এতে যদি নিরপেক্ষ জ্ঞান বলে যে, হ্যাঁ মনের একটা মৌলিক দাবী এ দুনিয়ায় পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্যে ভিন্ন প্রকৃতির আরেকটি পৃথিবী দরকার এখন সেইটাই আখেরাত। তাহলে জ্ঞানে ধরলে তা মানতে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। যেমন- দূরে ধোয়া উঠতে দেখলে আমরা মনের চোখ দিয়ে দেখতে পাই যে,ঐ ধোয়ার নিচে আগুন আছে। আগুন যে আছে তা চোখে দেখা না গেলেও জ্ঞানের চোখ দিয়ে তা দেখা যায়। ঠিক তেমনই পরকাল এই চর্ম চোখে দেখা না গেলেও যদি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায় তবে তা অবশ্যই মানতে হবে। মানতে হবে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান চক্ষু দিয়ে দেখেই। আমরা এখানে কয়েকটা জিনিষ জ্ঞানের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করে দেখব যথাঃ-

১। আল্লাহর অস্তিত্ব জ্ঞান চক্ষুতে ধরা পড়ে কিনা।

২। কুরআন যে সত্যই আল্লাহর কথা তা যুক্তিতে ধরা পড়ে কিনা।

৩। আল্লাহ যা যা সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রত্যেকের দাবী পূরণ করেন কিনা।

৪। মানুষের মনের মৌলিক দাবী আল্লাহ পূরণ করেন কিনা এবং তা পূরণ করার ধরণটা কেমন এবং

৫। কোন দাবী পূরণ করার জন্যে ভিন্ন প্রকৃতির আরেকটি দুনিয়া বা পরকাল দরকার কিনা ? যদি এর সবগুলোই জ্ঞানে ধরা পড়ে তাহলে জোর করেই বলতে পারবো যে-

খাস করে মুমিন মুসলমানের মনের দাবীতেই পরকাল হতে হবে।

এইবার এক এক করে দেখা যাক, যে- ৫টি বিষয় জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষার কথা বলেছি তা জ্ঞানে ধরা পড়ে কিনা ?

www.pathagar.com

আল্লাহর অস্তিত্ব

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ আল্-কুরআনে বহু আয়াত নাযিল করেছেন তার থেকে মাত্র ১টা আয়াত ও তার ব্যাখ্যা জ্ঞানবান লোকদের জ্ঞানের সামনে পেশ করছি। আশা করি এই একটি মাত্র আয়াতের মধ্যে যে যুক্তি এবং যে শিক্ষা রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করার জন্য তাহাই যথেষ্ট। আয়াতটি হচ্ছে সূরা আল ইমরানের ১৯১ নং আয়াত।

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

যারা উঠতে বসতে শুতে সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল এবং গঠণ প্রণালী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে তারা (স্বতঃস্ফূত ভাবে বলে উঠবে) হে আমাদের অস্তিত্বদান কারী প্রতিপালক ও সংরক্ষণকারী (رَبٌّ) তুমি অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন ও অবৈজ্ঞানিকভাবে এর কোন কিছুই সৃষ্টি করনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা থেকে পবিত্র (سُبْحٰنَكَ) অতএব, হে প্রভু তুমি দোজখের আজাব থেকে আমাদের বাচাও।

আসুন বেশী নয় এই আয়াতটিকে একটু আল্লাহর দেয়া মহামূল্যবান জ্ঞান দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি। যারা বলে এই পৃথিবী একটা এক্সিডেন্টের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ একদিন এক দৈব ঘটনাক্রমে সূর্যের পাশ দিয়ে একটা শক্তিশালী নক্ষত্র ছুটে যাচ্ছিল তার আকর্ষণে সূর্যের দুর্বল অংশগুলো সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে পড়ে। এই সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোই হচ্ছে সূর্যের গ্রহ। তার মধ্যে একটা অংশ হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। আসুন আমরা আপাততঃ ধরেই নেই যে- এ ভাবেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর আগে ও পরে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। এগুলোর জবাব পাব কোথা থেকে? যেমন —

www.pathagar.com

১। সূর্যের সৃষ্টি হলো কি করে ?

২। সূর্যের পাশ দিয়ে যে নক্ষত্রটা দ্রুত বেগে ছুটে যাচ্ছিল তার সৃষ্টি হলো কি করে ?

৩। সূর্য থেকে পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল কি করে ?

৪। ২৪ ঘন্টায় তার মেরুদন্ডের উপর একই নিয়মে আবহমান কাল ধরে ঘুরছে কি করে ?

৫। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পৌষ মাসে কম আষাঢ় মাসে বেশী, একই নিয়মে হয়ে আসছে কি করে ?

৬। ঋতুর পরিবর্তন নিয়মিতভাবে হচ্ছে কি করে ?

৭। বায়ু মন্ডলিতে প্রত্যেকটি গ্যাসীয় পদার্থ একটা নির্দিষ্ট ভাগ মুতাবিক ঠিক করে দিল কে?

৮। এক্সিডেন্টের ফলে সৃষ্টি পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত হলো কি করে, সমতল ভূমি হলো কি করে। নদীনালা ও সমুদ্র হলো কি করে ? সমুদ্রে কেন লবন সংরক্ষণ করা হলো এবং নদীর পানি কেন মিঠা পানি ? এটা কি করে সম্ভব হলো ?

৯। বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট বিভিন্ন গাছ–পালা ও ফল–ফলাদী সৃষ্টি হলো কি করে?

১০। প্রত্যেকটি ফল-ফলাদি কোনটি মৌসুমী কোনটি সারা বছরই এবং পৃথিবীর এক এক এলাকায় সেই এলাকার উপযোগী মৌসুমী ফল ফলে কি করে ?

১১। সূর্য চলছে সূর্যের গতিতে, পৃথিবী চলে পৃথিবীর গতিতে, চাঁদ চলে চাঁদের গতিতে কিন্তু এদের মধ্যে দূরত্বের কম বেশী হয় না কেন ?

১২। পৃথিবীকে সূর্যের চার পাশ দিয়ে ৩৬৫দিন ৬ ঘন্টায় একবার ঘুরে আসতে যে প্রায় ৬০ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। এ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে পৃথিবী পৌষ মাসে যেখানে থাকে আষাঢ় মাসে থাকে তার চাইতে প্রায় ৩০ কোটি মাইল দূরে। তখন চাঁদ কি করে পৃথিবীর সঙ্গে থাকে ?

www.pathagar.com

সূরা ওয়াকেয়ার ৬৮-৭০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝

" তোমরা যে পানি পান কর তার উপর কি তোমরা কখনো চিন্তা ও গবেষণা করেছ ? ঐ পানি কি আমার মত নির্দিষ্ট নিয়মে ছাড়া তোমরা মেঘ তৈরী করে তার থেকে আমার নিয়মে বৃষ্টি বর্ষাতে পারতে ? আমি ইচ্ছা করলে নোনা পানির ভিতর থেকে নোনা পানিই বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে নোনা পানিই বর্ষাতে পারতাম। কিন্তু তা করি না তোমাদের ক্ষতি হবে তাই। তবুও তো তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর না।

এখানে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর তৈরী নির্দিষ্ট নিয়মে অর্থাৎ বায়ুকে গরম করা, গরম বায়ুকে সম্প্রসারিত করা। সম্প্রসারিত করে তাকে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা দান করা, অতঃপর ঐ বাতাসে কোটি কোটি টন পানি উপরে তুলে নেয়া তারপর বায়ুকে ঠান্ডা করে তাকে সংকুচিত করা, এবং বায়ুকে সংকুচিত করে জলীয় বাষ্প ছেড়ে দেয়া, তারপর মেঘ তৈরী করা এরপর বায়ুকে আরো সংকুচিত করে অনেকগুলো বাষ্পের কণা একত্রিত করে একটা পানির ফোটা তৈরী করা, তারপর মধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে তা জমিন পর্যন্ত পৌছান একাজ কে করেন ? এটাও কি এক্সিডেন্টের ফল ? এছাড়াও আল্লাহ বলছেন সূরা রুমের ২৪ নং আয়াতে। আল্লাহ বলছেন-

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِۦ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

আর তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শন গুলির মধ্যে এটাও একটা যে তিনি তোমাদের বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে থাকেন ভয় ও আশা বাসনা বা লোভনীয় বস্তু সহকারে। (অর্থাৎ বিদ্যুতের মধ্যে ভয়ের কারণ যেমন আছে তেমনি বিজলীর চমকে আকাশে রক্ষিত নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রেটে পরিণত হয় যা গাছের খোরাক। এইভাবে গাছের খোরাক বা সার সহ আকাশ থেকে পানি

www.pathagar.com

নাযিল করে অতঃপর সারসহ পানি নাযিল করে অনুর্বর জমিকে উর্বর করে গড়ে তোলেন। নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নির্দশন তাদের জন্যে যারা জ্ঞানবুদ্ধিকে কাজে লাগায়।" — আল–কোরআন

এভাবে বহুযুক্তি রয়েছে আল–কুরআনে যার জওয়াব আল্লাহর অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে কারো দেয়ার সাধ্য নেই। (এই বিষয়ের উপর আমার লেখা- যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব নামক বইয়ে আশা করি আপনারা পূর্বেই এ সব পড়েছেন।

এইভাবে হাজার প্রশ্ন করা যায় যার একটিরও উত্তর আল্লাহর অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে দেয়া যায় না। আশা করা যায় জ্ঞানীদের নিকট এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ ছাড়া এর কোন কিছুই সম্ভব নয়। আমাদের ২ নং প্রশ্ন ছিল কুরআন যে সত্যই আল্লাহর বাণী তার যুক্তি গ্রাহ্য প্রমাণ কি ?

এর জওয়াব ও আমার উক্ত বইয়ের মধ্যে রয়েছে তবুও এখানে একটাই মাত্র যুক্তি দিচ্ছি। তা হচ্ছে এই যে, বর্তমান এই কম্পিউটারের যুগে কম্পিউটারকে কুরআন সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "এইরূপ একটা কুরআন কি মানুষের দ্বারা রচনা করা সম্ভব ? " কম্পিউটার তার জবাবে বলেছে কেউ যদি গাণিতিক সংখ্যার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে ৬২৬ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ সেন্টিমিলিয়ন বার চেষ্টা করে তবে হয়ত তার জ্ঞানের অগোচরে এরূপ একটা কুরআন লেখা সম্ভব হতেও পারে। যার জন্যে একটা মানুষকে একটানা ২৪ঘন্টা চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদের এই পৃথিবীর কালের কয়েকগুণ বেশী হায়াত তাতে দেয়া লাগবে।

এর থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে বর্তমান যুগের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত কম্পিউটারই বলছে যে এটা রচনা করা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। আল-কুরআন যে সত্যই আল্লাহর বাণী তা আজ এই বিজ্ঞানের যুগে একজন অমুসলিম মরিচ বোকাইলীও স্বীকার করেছেন। কাজেই আমাকে আর জিজ্ঞাসা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

এরপর আমাদের ৩নং প্রশ্নছিল। আল্লাহ যা যা সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রত্যেকের দাবী তিনি পূরণ করেন কিনা। আসুন আমরা পরীক্ষা করে দেখি যে তিনি যা তৈরী করেছেন তার যা মৌলিক দাবী তা তিনি পূরণ করেন কিনা, বেশী নয় আমরা মাত্র কয়েকটা ব্যাপারে পরীক্ষা চালাই। যথা —

www.pathagar.com

১। ক্ষুদ্র জীব থেকেই শুরু করি। যেমন ধরুন উই পোকা। তার মৌলিক দাবী হচ্ছে এই যে, আল্লাহ আমাকে যখন চোখ দাও নাই তাই আমাদের এমন খাদ্য দাও যা আমরা অন্ধ থেকেই যোগাড় করে নিতে পারি। তাই উই পোকার খাদ্য হচ্ছে যা সামনে পাবে তাই তার খাদ্য। উই পোকা এত নরম দেহ বিশিষ্ট যে দুই আঙ্গুলের মধ্যে রেখে সামান্য চাপ দিলেই তা গলে যায় অথচ কাঠ খেয়ে তারা হজম করতে পারে, এমন শক্তি তাদের পাকস্থলীতে আল্লাহ দিয়েছেন।

আর দিয়েছেন এমন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা যে তারা যেভাবে তাদের ঘর তৈরী করতে পারে এরূপ করে কোন ইঞ্জিনিয়ার কি একটা ঘর তৈরী করে দিতে পারবে ? এ দ্বারা প্রমাণ হলো আল্লাহ যেহেতু উই পোকারও রব তাই উই পোকারও মৌলিক চাহিদা তিনি পূরণ করেছেন।

২। পিপঁড়ে, এত ছোট প্রাণী হওয়া সত্বেও তার গায়ে এত শক্তি দিয়েছেন যে তার দেহের ওজনের চাইতে ১৬গুণ বেশী ওজনের খাদ্য দাঁত দিয়ে কামড়ে উচু করে সহজভাবে তার বাসা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে । আর তার নাকে ঘ্রাণ শক্তি এত বেশী দিয়েছেন যে আপনি মিষ্টি নিয়ে যেখানে লুকিয়ে রাখেন না কেন দুনিয়ার কেউ টের না পেলেও পিপঁড়ে তা টের পায়। আল্লাহ তাদের পায়ের এ শক্তি এবং নাকের এ ঘ্রাণ শক্তি এত বেশী বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যেন তারা বাঁচতে পারে। তাহলে দেখা গেল একটা ক্ষুদ্র প্রাণী যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তারও মৌলিক দাবী আল্লাহ পুরণ করে থাকেন।

৩। শীত প্রধান দেশের জীব জানোয়ার যারা নিজেরা জামা কাপড় লেপ তোষক বানাতে পারেনা অথচ তাদেরও শীত আছে। তাই তাদের শীত নিবারণের জন্যে আল্লাহ শীত প্রধান দেশের পশুদের গায়ে দিয়েছেন ঘন ও বড় বড় পশম। আর আল্লাহ পশমকে করেছেন তাপ অপরিবাহি অর্থাৎ পশুর দেহ থেকে যে তাপ বের হয় ঐ তাপে তার পশম গরম হয়। আর গরম পশম থেকেই পায় ফলে পশমের গরমে তাদের লেপ কাথার কাজ হয়ে যায় এভাবে আল্লাহ পাখীর গায়েও পশম দ্বারা পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন।

৪। শীতের ঠান্ডা পানিতে যে সব জীব বাস করে তাদের দাবী এই যে, আমাদের যেন ঠান্ডা পানিতে ঠান্ডা না লাগে। তাই দেখা যায় মাছ প্রচন্ড ঠান্ডা পানিতে বাস করে ও তাদের ঠান্ডাও লাগেনা এবং তাদের নিউমোনিয়াও হয় না। এর থেকে বুঝা গেল ঐ মাছেরও মৌলিক দাবী আল্লাহ পূরণ করেছেন।

www.pathagar.com

৫। গোটা পৃথিবীর যাবতীয় জীবের দাবী এই যে, নদী দিয়ে যে সব মরা পঁচা ভেসে সমুদ্রে গিয়ে পঁচে তাতে যেন সমুদ্রের পানি দুর্গন্ধ যুক্ত না হয়। তাই পঁচাকে হজম করার মত শক্তি আল্লাহ দিয়েছেন লবনকে। আর লবনকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন সমুদ্রের পানিতে। এখানেও দেখা যাচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি প্রাণীকূলের দাবীও আল্লাহ পুরণ করেছেন।

৬। মানব শিশু যখন মায়ের পেটে তখন তার দাবী হচ্ছে আল্লাহ এখান থেকে আমাকে কানা খোড়া করে বের করনা। আল্লাহ সে দাবী পূরণ করেছেন (তবে ২/১ টা ব্যতিক্রম হচ্ছে তারও বৈজ্ঞানিক কারণ কুরআন হাদীসে বলা হয়েছে যা আমার লেখা যুক্তির কষ্টি পাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব নামক বইয়ের মধ্যে লেখা হয়েছে)

শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করল তখন তার দাবী যে আল্লাহ আমার এই শিশু বয়সে আমার উপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা কর। আল্লাহ তা পূরণ করেছেন। তার জন্মের পরই দেখে যে তার খাবার মত খাদ্য তার মায়ের স্তনে আল্লাহ পূর্ব থেকেই দিয়ে রেখেছেন, এরপর দাবী যে আল্লাহ দুধের মধ্যে যেন আমার দেহ গঠনের যাবতীয় উপাদান এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে (ঐ মায়ের দুধের মধ্যে) আল্লাহ সে ব্যবস্থাও করেছেন। তখন তার মায়ের দাবী এই যে আমার সন্তানকে ছোট বয়সে দাঁত দিও না, তাহলে আমার স্তন কামড়াবে, তাতে আমি কষ্ট পাব। তাই আল্লাহ ছোট বয়সে কোন শিশুরই দাত দেন না।

৭। অন্যান্য জীবের দাবী যে, আমরা যেহেতু আমাদের সন্তান কোলে করে মানুষ করতে পারব না তাই তারা ভূমিষ্ট হওয়ার পরই যেন হাটাচলা করতে পারে। নইলে তাদের তো আমরা লালন-পালন করতে পারবো না। তাই তাদের এ দাবী আল্লাহ ঠিকই পুরণ করেছেন। একটা মুরগীর বাচ্ছা ডিম থেকে বেরিয়ে হাটতে শেখে। আর তাদের দাবী যে চিল এবং বাজ পাখী আমাদের শত্রু, তারা আকাশে আসলেই আমাদের মায়ের যেন এমন সাইরেন বা আওয়াজ করতে পারে যা শুনে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পালাতে পারি এইরূপ জ্ঞান আমাদের দাও। আল্লাহ তা তাদের দিয়েছেন এবং তাদের পরবর্তী দাবী যে আমাদের শত্রু চলে গেলে আমাদের মা যেন এমন আওয়াজ করতে পারে যা শুনে যেন বুঝি আমরা শত্রু মুক্ত হয়েছি । আল্লাহ তাদের সে দাবীও পুরণ করেছেন।

www.pathagar.com

৮। মানুষের মনের মৌলিক দাবী যে আমরা যেন দ্রুত তোমার পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছ যেতে পারি এমন যানবাহন তৈরীর ক্ষমতা আমাদের দাও। আল্লাহ্ তা দিয়েছেন।

মানুষের মনের মৌলিক দাবী যে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা মুহূর্তের মধ্যে দেখা ও শোনার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ সে ব্যবস্থাও করেছেন।

মানুষের মনের দাবী, আল্লাহ তুমি যখন মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছ তখন সেই মানবকে তোমার আকাশের চাঁদ ও সূর্যের অন্যান্য গ্রহগুলোতে কি আছে না আছে তা জানার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ চাঁদে যাওয়ার ব্যবস্থাও করেছেন।

৯। আমরা আল্লাহর সৃষ্টির যে দিকেই তাকাই সেই খানেই দেখি যা- ই আল্লাহ-সৃষ্টি করেছেন তা-ই তাঁর পরিকল্পিত সৃষ্টি এবং সৃষ্টির কোন কিছুই উদ্দেশ্য বিহীনভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেকটি সৃষ্টি বিজ্ঞান সম্মত সৃষ্টি।

এমন কি যে সব বন্য জীব জানোয়ার ছোট জীব জলজন্তু সাপ বিচ্ছু মশা মাছি এর যেটাকে নিয়েই চিন্তা করা যায়, দেখা যায় তার কোন একটিও উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি করেননি।

এখন প্রশ্ন যার স্বভাবই হচ্ছে এইরূপ যে তিনি যাই সৃষ্টি করেছেন। তারই মৌলিক দাবী তিনি পুরণ করেন। তবে দাবী পুরণেরও তাঁর (আল্লাহর) একটা নিয়ম রয়েছে তা হচ্ছে এই যে যখন যার যা প্রয়োজন তখন তাকে তা দেন। যেমন যখন দাঁতের দরকার ছিল না তখন তিনি দাঁত দেননি কিন্তু যখনই দাঁতের দরকার হয়েছে তখনই দাঁত দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহর দাবী পুরণের ধরণ।

এখন প্রশ্ন মানুষের মনের কোন মৌলিক দাবী এখনও আছে যা আল্লাহ পুরণ করেন নি ? দেখা যায় এমন দুটো দাবী রয়েছে যা এখনও পুরণ হতে দেখছি না। যেমন-

১। মানুষের মনের মৌলিক দাবী যে সব জিনিষ মাপার জন্যে মাপ যন্ত তৈরী হয়েছে কিন্তু মাত্র একটাই মাপযন্ত্র তৈরী হওয়া এখনও বাকি রয়েছে যা তৈরী হওয়া একান্তই দরকার তা হচ্ছে মানুষের ন্যায়-অন্যায় বা পাপ পূণ্য বা সওয়াব ও গোনাহ্ মাপার যন্ত্র। যেমন জ্বর মাপার যন্ত্র জিহ্বার নীচে ধরে

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরে বের করলে যন্ত্রেই বলে দেয় যে কি পরিমাণ জ্বর তার গায়ে আছে। ঠিক তেমনই এমন একটা মাপ যন্ত্র দরকার যেন তা মানুষের নেকী ও গোনাহ যথাযথভাবে মেপে দিতে পারে। কিন্তু কেন এখনও তা আবিষ্কার হচ্ছে না অর্থাৎ সেই যন্ত্র কেন দিচ্ছেন না তা যদি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জওয়াব হচ্ছে এই দাঁতের বয়স না হলে যেমন দাঁত দেই না ঠিক তদ্রুপ সওয়াব ও গুনাহ মাপার সময় না আসা পর্যন্ত তার মাপ যন্ত্র দেয়া হবে না। এখন প্রশ্ন কবে আসবে সে সময় যখন সওয়াব ও গোনাহ মাপার যন্ত্র আল্লাহ দিবেন ? এর জওয়াব আল কুরআন থেকেই দেই। আল্লাহ কুরআন মাজীদে সূরা ইয়াসিনের ১২নং আয়াতে বলছেন।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

আমি নিশ্চয়ই একদিন মৃতদের জীবিত করব। তারা যে সব কাজ পূর্বে করেছে (জীবিত অবস্থায়) এবং যা সে পিছনে রেখে যাচ্ছে তা সবই আমি লিখে যাচ্ছি এবং সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিসই আমি একটি উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

ব্যাখ্যাঃ একটা মানুষ মরে গেলেই তার আমলনামা লেখা শেষ হয়ে যায়না, সে মরে গেলেও তার আমল নামায় সওয়াব বা গোনাহ লেখা হতে থাকে। যেটাকে বলে সওয়াবে জারিয়া এবং গোনাহে জারিয়া। অর্থাৎ কোন লোক কোন ভাল কাজ করে গেলে, যেমন ধরুন কেউ একটা মসজিদ করে গেলেন। কেউ একটা মাদ্রাসা করে গেলেন এটার সওয়াব মৃত্যুর পরেও তার আমল নামায় লেখা হতে থাকে। ঐ মসজিদে যতদিন মানুষ নামায পড়বে এবং ঐ মাদ্রাসায় যতদিন মানুষ ইল্‌ম শিক্ষা করবে ততদিন পর্যন্ত সওয়াব লেখা হতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি একটা সিনেমা হল করে গেল, ঐ সিনেমা হলে যতদিন মানুষ সিনেমা দেখবে তাদের সবাইয়ের সমান গোনাহ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। এই জন্যে বলছেন- نَحْنُ نَكْتُبُ অর্থাৎ আমি লিখে যাচ্ছি। অর্থাৎ তার মৃত্যুর পরও আল্লাহ বলছেন আমি তার সওয়াব বা গোনাহ লিখে যাচ্ছি। তাহলে প্রশ্ন লেখা শেষ হবে

www.pathagar.com

কবে? এর জওয়াব হচ্ছে পৃথিবীতে যখন নামায পড়ার বা মাদ্রাসায় পড়ার ও সিনেমা দেখার জন্যে আর একটা লোকও বেঁচে থাকবে না তখনই সওয়াব লেখাও শেষ হবে এবং গোনাহ লেখা শেষ হবে। তখনই এই মাপযন্ত্র দরকার যে যন্ত্রে সওয়াব ও গোনাহ মাপা যাবে। তার পূর্ব পর্যন্ত এ যন্ত্র দরকার হয় না। কারণ, সওয়াব এবং গোনাহ তো ক্রমান্বয়ে আসার তালেই আছে। আসা তো শেষ হয়নি কাজেই এখন মাপলে সঠিক মাপ আসবে না। তাই আল্লাহ সেই দিনই এর মাপ যন্ত্র দিবেন যেটার নাম দেয়া হয়েছে মিজান বা সওয়াব ও গোনাহ মাপার যন্ত্র।

আর ২ নং দাবী হচ্ছে প্রত্যেক মানুষকে ভাল কাজের ভাল ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল দেয়া হোক। এ দাবী পূরণের জন্যে বর্তমান সিষ্টেমের এ পৃথিবী কোন উপযুক্ত স্থান নয়। কারণ বর্তমান সিষ্টেমে যে ব্যক্তি ৫০ হাজার লোককে খুন করেছে তাকে এক বারের বেশী দুইবার খুন করা যায় না। অথচ ইনসাফের দাবী হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি ৫০ হাজার লোক খুন করেছে তাকে ৫০ হাজার বারই খুন করা দরকার। তবেই ন্যায় বিচার নইলে ন্যায় বিচার হতে পারে না। তাই এই ধরণের ন্যায় বিচারের জন্যে এমন এক প্রকৃতির হওয়া দরকার যে পৃথিবীতে একটা লোককে ৫০ হাজার বার খুন করলেও সে আবার বেঁচে উঠবে। তারপরও তার আরো যদি গোনাহ থাকে তবে তার শাস্তির জন্যে তাকে আবারও বাঁচতে হবে তার অন্য শাস্তি গ্রহণের জন্যে। এই জন্যে আল্লাহ সূরা -ত্ব-হার ৭৪ নং আয়াতে বলছেন-

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

নিশ্চয়ই যারা অপরাধী হয়ে- তার রবের সামনে হাজির হবে তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম সেখানে না বাঁচবে আর না মরবে। অর্থাৎ বাঁচবে ও না মরবেও না এমন অবস্থায় তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

ঐ একই বিষয়ে আল্লাহ সূরা -আল–আ'লার ১৩ নং আয়াতে বলছেন-

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

এরপর সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না এমন অবস্থায় থাকবে।

www.pathagar.com

মনে করুন হিরোসীমা ও নাগাশাকিতে এ্যটমবোম ফাটিয়ে যারা ৫০ হাজার লোক এক সেকেন্ডের মধ্যে মেরে ফেললো এবং ৫০ হাজারের ও বেশী লোক আহত হলো তাদের ইনসাফ মত শাস্তি দিতে হলে তাদের দুজনকেই ৫০ হাজার বার মারা দরকার এবং ৫০ হাজার বার বাঁচান দরকার যাদের আহত করেছে তাদের মত ঐ অপরাধীকেও আহত করা দরকার। যে শেরেকী ও কুফরী করেছে তারও শাস্তি হওয়া দরকার।

এছাড়া আইকম্যান যে হাজার হাজার লোককে দোজখের আগুনে পোড়ানোর মত পুড়িয়ে একেবারে ভস্ম করে ধোঁয়ার মত বাতাসে মিশিয়ে দিল। তার উচিত শাস্তি কি এই পৃথিবীর জীবনে দেয়া যায় ? যে জীবনে একবারের বেশী দুইবার মারা যায় না।

এছাড়া যারা পুরষ্কার পাওয়ার যোগ্য কাজ করেছেন তাদের দুনিয়ার এক জীবনে কি পুরষ্কার দেয়া যায় ? আর তা ভোগ করার সময়ই বা পাবে কোথায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলেন তাঁর এ পৃথিবীর জীবনতো দিয়েই দিলেন কিন্তু তার পুরষ্কার যে পাওনা রয়ে গেল। সেটা ভোগ করবে কি করে ? যদি পরকালের একটা স্থায়ী জীবন তাকে না দেয়া হয়, এ কারণেই ইনসাফের দাবী হচ্ছে যে পরকাল হতে হবে এবং সেখানে ভাল কাজ ও মন্দ কাজের বিচার হতে হবে। এবং বিচার মুতাবিক তার প্রতিফল গ্রহণ করতে হবে। আর এ কাজ যদি আল্লাহ না করেন তাহলে মানুষ আল্লাহকে ন্যায় বিচারক হিসেবে পাবে কি?

কাজেই আল্লাহকে ন্যায় বিচারের খাতিরেই পরকাল দিতে হবে এবং শাস্তির ও পুরষ্কারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে ইনসাফের দাবীতেই। এ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে পরকাল যুক্তি বিরোধী কোন কিছু না। বরং পরকাল হওয়াটাই জ্ঞানগ্রাহ্য, যুক্তিগ্রাহ্য ও ইনসাফের দাবী।

কিয়ামত যে হবেই এ সম্পর্কে যদিও আল কুরআনে আরো বহু যুক্তি আছে তবুও আমি মনে করি যাদের নজর ও জ্ঞান নিরপেক্ষ তাদের যুক্তি যেটুকু হাজির হয়েছে - যা আল–কুরআন থেকেই হাজির করা হয়েছে। তাই বুদ্ধিমানদের এটুকুই যথেষ্ট। এবার আমরা আলোচনা করব কিয়ামত যখন হবে তখন কিভাবে তা সংঘটিত হবে। এই বিষয়ের উপর।

www.pathagar.com

জ্ঞান চক্ষু দিয়ে কিয়ামত দেখা

রাসূলে করিম (সাঃ) বলেছেন (যা সহিহ্ সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে এটা সহিহ হাদীস) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ ছাড়া হযরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকেও কথাটি একই ভাবে এসেছে এবং মুসনাদে আহমাদ তিরমিযি , ইবনুল মুনকীর , তাবরাণী হাকেম ও ইবনে মারদুয়া যা বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে এই যে —

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ رَاْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ ـ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ○

অর্থাৎ যারা কিয়ামতের দিনকে চোখে দেখার মত দেখতে চায় তারা যেন। وَاِذَا السَّمَآءُ এবং اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ انْشَقَّتْ। সূরা তিনটি পড়ে (তাহলে কিয়ামত চোখে দেখার মতই দেখা যাবে।) তবে এ সূরা ৩টির অর্থ জানার পূর্বে আর একটু ছোট কথা জেনে নিতে হবে। তা হচ্ছে এই যে, কিয়ামত ঘটানোর সময় আল্লাহ পৃথিবীর বর্তমান সিস্টেমটা পাল্টে দিবেন অর্থাৎ বর্তমান সিস্টেমে পৃথিবীকে চালাতে আল্লাহ যে যে ব্যবস্থা চালু রেখেছেন সেই ব্যবস্থা তুলে দিবেন। যখন তা তুলে নিবেন তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে তাই নিম্নের সূরা তিনটিতে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। বর্তমান সিস্টেমে কি আছে এবং তা তুলে নিলে কি দাঁড়াবে তা চিন্তা করার জন্যে বর্তমান সিষ্টেমের কিছু কথা বলে নিচ্ছি পরে সূরা ৩টির বিশেষ অংশ সবার জানার জন্য নিম্নে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

বর্তমান সিষ্টেমে রয়েছে

১। মধ্যাকর্ষণ- যার জন্যে সব কিছুই ভারী আছে এবং আমরা পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে পারছি।

২। বায়ু যার একটা বিরাট চাপ রয়েছে আমাদের দেহের উপর এবং যা থেকে আমরা নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি।

৩। সূর্যের আলো ও দিনরাত।

৪। আকাশের তারকা যা মিটমিট করে জ্বলে বলেই রাত্রের অন্ধকারেও পথ চলা যায়।

৫। পাহাড় পর্বত রয়েছে যাতে জলীয় বাষ্প বাধা পেয়ে উপরে উঠে যায় এবং মেঘ বৃষ্টি হয়।

৬। নদী-সাগর সমুদ্র ভরা পানি রয়েছে যা আমাদের প্রয়োজনেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

পরকাল যখন হবে তখন এই বর্তমানকার পূরা সিষ্টেমটাই যখন পাল্টে দেয়া হবে তখন অবস্থা কেমন দাঁড়াবে তা আসুন আমরা উল্লেখিত ৩টি সূরার বিশেষ অংশ থেকে বুঝার চেষ্টা করি।

যেটুকু বিষেশ প্রয়োজন সেইটুকু দেওয়া হলো —

www.pathagar.com

সূরা তাকবীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝ وَاِذَا الْجِبَالُ
سُيِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ
سُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝ وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِاَيِّ ذَنْبٍ
قُتِلَتْ ۝ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝ وَاِذَا
الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝
فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ
وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝

শব্দার্থঃ

اِذَا যখন الشَّمْسُ সূর্য كُوِّرَتْ গুটিয়ে নেয়া হবে অর্থাৎ আলো যখন নিভে যাবে। وَاِذَا আর যখন النُّجُوْمُ তারকাগুলো اِنْكَدَرَتْ খসে পড়বে । অর্থাৎ তারকাগুলোও নিভে যাবে। তখন আলোর নামাত্র ও থাকবে না। আমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রের ন্যায় হয়ে যাবে। وَاِذَا الْجِبَالُ আর যখন পাহাড় পর্বতগুলো سُيِّرَتْ চলমান করে দেয়া হবে। অর্থাৎ মধ্যাকর্ষণ থাকবে না, ফলে পাহাড় পর্বতগুলো আর ভারি থাকবে না, তুলার চেয়েও হালকা হয়ে উড়ে বেড়াতে থাকবে। وَاِذَا الْعِشَارُ আর যখন দশমাসের গাভীন উষ্টী عُطِّلَتْ পরিত্যক্ত অবস্থায় বিচরণ করবে (কেউতার খোঁজ নেবে না) وَاِذَا الْوُحُوْشُ আর যখন জীব জানোয়ারগুলো। حُشِرَتْ

www.pathagar.com

একত্রিত হবে। وَاِذَا الْبِحَارُ আর যখন সমুদ্রগুলোকে سُجِّرَتْ উত্তেজিত করা হবে। (বা উথাল পাতাল খেতে থাকবে।) وَاِذَا النُّفُوْسُ আর যখন মানুষের রুহুগুলোকে زُوِّجَتْ দেহের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে। وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ আর যখন জীবন্ত পুতে ফেলা শিশু কন্যাগুলোকে سئلت জিজ্ঞাসা করা হবে بِاَيِّ ذَنْبٍ কোন অপরাধে قُتِلَتْ সে নিহত হয়েছিল ?

وَاِذَا الصُّحُفُ যখন আমলগুলো نُشِرَتْ খুলে দেয়া হবে। وَاِذَا السَّمَآءُ আর যখন আসমান كُشِطَتْ খুলে যাবে وَاِذَا الْجَحِيْمُ আর যখন দোযখকে سُعِّرَتْ জ্বালিয়ে দেয়া হবে। وَاِذَا الْجَنَّةُ আর যখন বেহেস্তিকে اُزْلِفَتْ নিকবর্তী করে দেয়া হবে। অর্থাৎ নিকটে দেখতে পাবে। عَلِمَتْ জানতে পারবে نَفْسٌ (তখন প্রত্যেক ব্যক্তি (এটা ২য় বার সিঙ্গায় ফুক দেয়ার পরে হবে) مَا কি اَحْضَرَتْ (নিয়ে) হাজির হয়েছে। فَلَآ اُقْسِمُ অতএব নয়, আমি কসম করে বলছি بِالْخُنَّسِ নক্ষত্র পুঞ্জের যারা পিছনে হটতে থাকে। الْجَوَارِ الْكُنَّسِ আর যারা স্ব-স্ব পথে চলতে চলতে আত্মগোপন করে। وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ এবং কসম রাত্রির যখন সে বিদায় নেয়। وَالصُّبْحِ এবং কসম সকাল বেলার اذا تَنَفَّسَ যখন সে শ্বাস গ্রহণ করে اِنَّهٗ নিশ্চয়ই এটা لَقَوْلُ উক্তি رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ সম্মানিত বার্তা বাহকের। (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট থেকে আনা জিব্রাইল (আঃ) এর কথা।

অনুবাদ ঃ যখন সূর্যের আলো গুটিয়ে নেয়া হবে যখন তারকাগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে (অর্থাৎ আকাশে তারকার আর চিহ্ন দেখা যাবে না।) আর যখন পাহাড় পর্বতগুলোকে চলমান করে দেয়া হবে। আর দশ

www.pathagar.com

মাসের গর্ভবতী উষ্টীগুলোকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। আর যখন সব জন্তু জানোয়ার চারিদিক থেকে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে। এবং সমুদ্রকে যখন উত্তেজিত করা হবে।

আর যখন প্রাণী গুলোকে (দেহের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে আর যখন জীবন্ত করব দেয়া মেয়েগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে সে কোন দোষে নিহত হয়েছিল ? আর যখন আমলনামাগুলো খুলে দেয়া হবে । আর যখন আকাশ গুলোর আড়াল দূর করা হবে। যখন জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলবে। আর যখন জান্নাতকে নিকটে আনা হবে। তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে যে সে কি নিয়ে আসছে। না, যা ভাবছ তা নয়, আমি শপথ করে বলছি সেই আবর্তনশীল ও লুকিয়ে যাওয়া নক্ষত্র সমুহের। এবং রাত্রি যখন বিদায় নিল। আর প্রভাত কালের যখন সে শ্বাস গ্রহণ করল। এ মূলতঃ এক সম্মানিত বার্তা বাহকের (নিকট থেকে পাওয়া) বানী বা উক্তি।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর প্রত্যেকটি কথাই টেলিগ্রাফিক ভাষার মত অতি সংক্ষেপে বলা। সেই সংক্ষেপ কথার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। এখানেও তেমন দেখবেন অল্প কথার মধ্যে আল্লাহ কত কথা বলেছেন। এবার লক্ষ করুন।

সূর্যকে গুটিয়ে নেয়ার অর্থ সূর্যকে নিভিয়ে দেয়া, পূবেই বলেছি বর্তমান যে সিষ্টেমে পৃথিবী চলছে এ সিষ্টেমের পরিবর্তন করে দেয়া হবে। এ পরিবর্তনের জন্যে যা যা করা লাগবে তাই করা আরম্ভ হয়ে যাবে। তাই বলা হয়েছে এ সিষ্টেমের পরিবর্তনের জন্যে প্রথমেই সূর্যের আলো এবং তারকাগুলোকে নিভিয়ে দিলে এত অন্ধকার হবে যে নিকটের কোন লোকও কথা না বল্লে বুঝা যাবে না যে এখানে কেউ আছে। এত অন্ধকার করে দেয়া হবে।

এরপর বলা হয়েছে পাহাড় পর্বতগুলোকে চলমান করা হবে। এর অর্থ হলো পাহাড় পর্বত আর ভারী থাকবে না, আল্লাহ মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে তুলে নেবেন ফলে পাহাড় আর এক রতি পরিমানও ভারী থাকবে না। তখন পাহাড় পর্বতগুলো তুলার মত উড়তে থাকবে। এর পরের আয়াতটায় এক রূপক কথা বলা হয়েছে। আরব দেশে সাধারণতঃ ১০ মাসের গর্ভবতী উটনির বাচ্চা দেয়ার সময় হলে আরবের লোক সারাদিন এবং রাত জেগেও তাকে চোখে চোখে রাখে যেন প্রসব করার পর বাচ্চাটা নষ্ট না হয়ে যায়। কারণ আরব দেশের প্রধানতম সম্পদ হচ্ছে উট।

www.pathagar.com

এখানে এভাবে বলার উদ্দেশ্য যে তখন কেউই আর কারো সম্পদের কথা মনেও করবে না। তা যে যত কোটিপতি হোক না কেন। তখন সমস্ত জীব জানোয়ারে ভয়ে যেখানেই কোন প্রাণীর আওয়াজ শুনবে সেখানেই এসে জড়ো হয়ে পড়বে। তখন অবস্থা এমন হবে যে মানুষ বাঘ ভালুক কে ভয় করবে না, মানুষের গায়ের উপর দিয়ে বিষধর সাপ হেটে বেড়ালেও মানুষ সে সাপের চিন্তা করারও সময় পাবে না। কিয়ামতের পূর্বে যখনই বর্তমানের চলতি সিষ্টেম পাল্টে যাবে তখন বায়ুকে তুলে নেয়া হবে। ফলে মানুষের শরীরের উপর বায়ুর যে চাপ আছে সে চাপও আর থাকবে না। ফলে মানুষের দেহ ফুলে উঠবে। অক্সিজেন বন্ধ হয়ে গেলে কোন প্রাণীই আর বাঁচার কথা না; কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষ ফুলে উঠবে এবং দেহ ফেটে ফেটে একেবারে অনু পরমানুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হয়ে যাবে।

এরপর কত বছর যে চলে যাবে তার কোন হিসাব নিকাশ নেই। হয়ত কত কোটি বছর চলে যাবে। তারপর (হাদীসে আছে) হঠাৎ শুন্যে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর অংশগুলো পুনরায় একটা গোলাকার বাষ্প পিন্ডের ন্যায় তৈরী হবে। তার মধ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করবেন মধ্যাকর্ষন বল এই বলের গায়ে এসে সেই কুয়াশার ঘণ কণাগুলো একত্রিত হবে - যা তিন দিন তিন রাতের মধ্যে সমাধা হয়ে যাবে, পরে সৃষ্টি হবে এই ধরণের একটা গোলাকার পৃথিবী। যা প্রথম থাকবে তরল, পরে তা হয়ে পড়বে কঠিন পদার্থ। আর সেটা বাইরের কিছুই না, তা হবে এই পৃথিবী যা একবার হয়ে গিয়েছিল আল কুরআনের ভাষায় (হাবায়াম মুম বাচ্ছা) অর্থাৎ পথের ধুলি কণার ন্যায়।

অর্থাৎ কোন পাত্রে পানি জ্বাল দিলে যেমন পানিটা বাষ্প হয়ে উঠে বাতাসে মিশে যায়। আবার কোন পাত্রে ঐ বাষ্পই যদি ধরে বা পাইপের সাহায্যে অন্য কোন পাত্রে নেয়া যায় তাহলে ঐ বাষ্পই পূনরায় পানি হয়ে অন্য পাত্রে গিয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু সেই পানি যেটা জ্বাল দেয়ার পূর্বে ছিল সেটা যেমন কোন নতূন পানি নয়, বর্তমানে যে পৃথিবী এখন আছে, এরই সব কিছু বাষ্পের কণার মত যা শুন্যে মিশে যাবে, তাই পুনরায় একত্রিত হয়ে এইরূপ একটা নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে। যা প্রথমে থাকবে তরল, তাই তা আর উচু নিচু পাহাড় পবর্তওয়ালা পৃথিবী হবে না, তা হবে সমতল পৃথিবী।

এরপর এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যে কবর যে অবস্থায় ছিল সেখানে সেই কবর সেই অবস্থায় থাকবে। এরপর আল্লাহর হুকুমে وَاِذَا النُّفُوْسُ

www.pathagar.com

زُوِّجَتْ যা এই সূরার মধ্যে পড়ের এসেছেন) সমস্ত মৃত দেহগুলোর মধ্যে তার জীবনকে জুড়ে দেয়া হবে ফলে সবাই জিন্দা হয়ে সেই মাঠে উঠে দাঁড়াবে। আর সেটা যেহেতু মানুষের বসার কোন মাঠ না, মাঠটা হবে বিচারের পূর্ব পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার মাঠ। তাই সে মাঠটার আরবী নাম হবে কিয়ামত। আর মিলাদ পড়ার সময় যে কিয়াম করি অর্থাৎ উঠে দাঁড়াই। ঐ কিয়াম শব্দ থেকেই কিয়ামত। অর্থাৎ দাঁড়ানোর মাঠ। তখন মানুষ বলবে وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا - (যা পড়েছেন আমপারার সূরা যিলযালের মধ্যে - এর অর্থ তখন মানুষ বলতে থাকবে যে এর কি হলো যে পৃথিবী এরূপ কাঁপছে এবং মানুষগুলো উঠে পড়েছে ? ব্যাপারটা কি ?

তখন শুরু হবে প্রশ্ন করার পালা। তখন মানুষকে যত প্রশ্ন করবে তার একটার কথা মাত্র এখানে উল্লেখ আছে। তা হচ্ছে যারা মেয়েদের জ্যান্ত কবর দিত তাদের জিন্দা করে মা বাপের সামনে হাজির করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে ঐ জ্যান্ত কবর দেয়া মেয়েগুলোকে যে কি দোষে তোমাদের হত্যা করা হয়েছিল (তা তোমাদের মা বাপকে জিজ্ঞাসা কর)। এখন যারা ঔষধের দ্বারা ভ্রূণ হত্যা করছে তারাও শামিল হবে এই দলের মধ্যে। কাজেই আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দারা আসবে তাতে আমাদের বাধা সৃষ্টি করার কি আছে ? রুজীর মালিক যে আল্লাহ একথা তো আমরা মুখে সব সময়ই স্বীকার করি। এই স্বীকারটা কি মন দিয়ে করা যায় না ? আল্লাহ সূরা বনি ইসরাইলের ৩১ নং আয়াতে (১৫ পারায়) বলছেন একেবারে স্পষ্ট ভাষায় যে

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝

আর তোমরা দরিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের ধ্বংস করনা (বা নষ্ট করনা বা মেরে ফেলে দিও না।) আমি তাদের রুজী দেব এবং তোমাদেরকেও। (রুজী দেব) নিশ্চয়ই জেনে রাখ তাদের ধ্বংস করা গুরুতর পাপের কাজ।" (আল–কুরআন সূরা বনি ইসরাইল-৩১ নং আয়াত)

www.pathagar.com

সৃষ্টি বা জন্মনিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে

আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে যত যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সব কিছুর নিয়ন্ত্রণের ভার আল্লাহর উপর।

আল্লাহ সমুদ্রে ১ প্রকার মাছ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যার নাম দিয়েছে 'ষ্টারফিস' এরা প্রতিবারে প্রায় ৭কোটি ডিম দেয়। এই মাছের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যদি আল্লাহ না করতেন তবে ২/৩ বছরের মধ্যেই সমুদ্রের এক ঘন ইঞ্চি জায়গা ও খালি থাকত না অন্য মাছের জন্যে।

আফ্রিকার ঘন বন অঞ্চলে সিসিক্রিয়াম সোফিয়া নামক এক প্রকার গাছ আছে -যা সব চাইতে বেশী ফল দেয়। তার একটা ছোট জাতের গাছেও এক বারে প্রায় ৭থেকে সাড়ে ৭লাখ বীজ দেয়, যদি এই গাছের সংখ্যা আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ না করতেন তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে অন্য গাছের জন্যে এক বর্গইঞ্চি জায়গায়ও খালি থাকত না। এসব আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করেন।

আল্লাহ তার সৃষ্টির সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। কাজেই আল্লাহর কাজে মানুষের হাত দেয়া চরম বোকামী। পরবর্তী বংশধরগণ কি খাবে সে চিন্তা আল্লাহ আমাদের উপর ছেড়ে দেননি সে চিন্তা আল্লাহর। সূরা ইনফিতার-পুরাটাই দেয়া হলো, অবশ্য সূরা তাকবীরের সেই টুকুই দেয়া হয়েছে যেটুকুতে পরকালের একটা বৈজ্ঞানিক চিত্র রয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা ইন্‌ফিতার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝
يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ
فَعَدَلَكَ ۝ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ
۔ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝
اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۝ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ
الدِّيْنِ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ ثُمَّ
مَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط
وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

শব্দার্থ ঃ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ যখন আসমান দীর্ণ বিদীর্ণ হবে। وَاِذَا
الْكَوَاكِبُ আর নক্ষত্রগুলো انْتَثَرَتْ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। وَاِذَا الْبِحَارُ
আর যখন সমুদ্র গুলো فُجِّرَتْ দীর্ণ বিদীর্ণ করা হবে। وَاِذَا الْقُبُوْرُ আর
কবরগুলোকে যখন بُعْثِرَتْ খুলে দেয়া হবে। عَلِمَتْ জানতে পারবে
نَفْسٌ প্রত্যেক মানুষ مَا যা قَدَّمَتْ আগের কাজকর্ম, وَاَخَّرَتْ এবং

www.pathagar.com

পরের কাজকর্ম। يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ ওহে মানবজাতী। مَا غَرَّكَ - কি জিনিষ তোমাকে ধোকায় ফেল্ল। بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ তোমার দয়ালু রবের ব্যাপারে। الَّذِىْ -যিনি خَلَقَكَ –তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। فَسَوّٰكَ –তোমাকে সুস্থ সঠিক ভাবে বনিয়েছেন। فَعَدَلَكَ তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে সুবিন্যাস্ত করেছেন।

فِىْ মধ্যে اَىِّ যে কোন صُوْرَةٍ চেহারায় مَا شَاۤءَ -যেমন ইচ্ছা করেছেন رَكَّبَكَ -সংযোজিত করেছেন। كَلَّا -না, নয় بَلْ تُكَذِّبُوْنَ বরং তোমরা মিথ্যা মনে করেছ। بِالدِّيْنِ- প্রতিফলন দিবসকে وَاِنَّ এবং নিশ্চয়ই عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর (নিয়ন্ত্রিত করেছেন) لَحٰفِظِيْنَ -হেফাজত কারি বা পরিদর্শক। كِرَامًا -সম্মানিত كَاتِبِيْنَ -লেখক সমূহ يَعْلَمُوْنَ তারা জানেন مَاتَفْعَلُوْنَ -তোমরা যা করতেছ। اِنَّ الْاَبْرَارَ -অবশ্যই সত্যপন্থি লোকেরা لَفِىْ –অবশ্যই থাকবে نَعِيْمٍ - সুখ শান্তিতে। وَاِنَّ الْفُجَّارَ -আর পাপীরা لَفِىْ -অবশ্যই থাকবে جَحِيْمٍ -দোজখের মধ্যে (ওর-মধ্যে) يَصْلَوْنَهَا উহাতে প্রবেশ করবে। يَوْمَ বিচারের দিন। الدِّيْنِ -আর না তারা হতে পারবে عَنْهَا -তার থেকে بِغَاۤئِبِيْنَ -অনুপস্থিত। وَمَاۤ اَدْرٰكَ -তুমি জানকি مَا يَوْمُ الدِّيْنِ -কি সেই বিচারের দিন ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ পুনরায়ও বলছি। তুমি জানকি সেই বিচারের দিন কেমন হবে। يَوْمَ (সেই দিন) لَا نَفْسٌ لِنَفْسٍ -কোন কর্তৃত্ব থাকবে বা ক্ষমতা থাকবে না। تَمْلِكُ

www.pathagar.com

-কারো জন্যে কারো شَيْئًا -কোন কিছু করার وَالْأَمْرُ -যাবতীয় কাজ বা ইখতিয়ার يَوْمَئِذٍ -সেই দিন থাকবে لِلَّهِ -একমাত্র আল্লাহর ।

অনুবাদ ঃ যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর যখন তারকাগুলো খসে পড়বে। আর যখন সাগরগুলো ফেটে পড়বে। (অর্থাৎ তার মধ্যকার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথক হয়ে যাবে এবং তা আর তখন পানি থাকবে না।) আর যখন কবরগুলোকে উৎখাত করা হবে (বা কবরের লোকগুলোকে উপরে তুলে দেয়া হবে।) তখন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্মফল জানতে পারবে। হে মানব ! এই যখন বাস্তব অবস্থা তখন কোন বস্তু তোমার দয়ালু আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেল্ল ? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছে, অতঃপর তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে তৈরী করেছেন তার পর সেগুলোকে সুসামঞ্জস্যভাবে বিন্যাস্ত করেছেন। যাকে যে আকৃতিতে ইচ্ছা করছেন তাকে সেই আকৃতি বা চেহারা সুরাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। (তোমরা যা ভাবছ তা) কক্ষনও নয় বরং তোমরা পরকালের প্রতিফলকেই অবিশ্বাস করতেছ। তোমাদের উপর রয়েছে হেফাজতকারী ফেরেস্তাগণ, যারা সম্মানিত লেখক (যারা আমলনামা লিখছেন) তারা তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ জানেন।

নেক্কারগণ নিশ্চয়ই সুখে থাকবেন। আর বদকারগণ নিশ্চয়ই দোজখে থাকবে। তারা প্রতিফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে। আর তা থেকে তারা কখনও বের হবে না। আর আপনার কি জানা আছে যে সেই প্রতিফল দিবসটি কেমন ? আমি পুনরায় বলছি আপনি কি জানেন সে প্রতিফল দিবসটি কেমন ? সে এমন দিন যে দিন কারো পক্ষেই কারো উপকার করার কিছুমাত্র অধিকার থাকবে না। আর সেদিন সমস্ত নির্দেশ একমাত্র আল্লাহরই হবে। (আর কারো কোন ক্ষমতাই থাকবে না যে সে একটু কথা বলবে বা কাউকে কোন প্রকার সাহায্য করবে। সেইদিন বুঝবে যে,এ পৃথিবীর প্রকৃত মালিকানা কার।)

ব্যাখ্যাঃ এ সূরারও ১ম আয়াতে বলা হয়েছে আকাশ যখন ফেটে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে। অর্থাৎ বর্তমানকার যাবতীয় সিষ্টেম পরিবর্তন করার জন্যে আকাশকে ফানা হতে হবে। যার সূচনায় তাকে ফেটে চৌচির বা টুকরো টুকরো করে দিতে হবে। পরে তা একেবারেই ফানা হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

২নং আয়াতে বলা হয়েছে আকাশের তারকাগুলো খসে পড়বে। কারণ বর্তমান প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে তারকাগুলোকে আর যার যার স্থানে রাখা যাবে না।

৩নং আয়াতে বলা হয়েছে সমুদ্রের পানি বর্তমান অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যাবে। অর্থাৎ পানির উপাদান -যথা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথক হয়ে যাবে তখন সমুদ্রের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না, লবণাক্ত পানির লবণও পৃথক হয়ে যাবে এবং বাষ্পের ন্যায় শুন্যে বিলিন হয়ে যাবে।

৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছে; এর পর যখন নতুন প্রকৃতির নতুন পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করবেন সেদিন কবরের সমস্ত মানুষগুলোকে জীবিত করে মাটির উপরে তুলে দেয়া হবে এবং তারা বিচারের সম্মুখীন হবে।

৫ম আয়াতে বলা হয়েছে সেদিন সমস্ত মানুষ আমলনামা পেয়ে জানতে পারবে যে পরকালে সে কি আমল নিয়ে হাজির হয়েছে। সেদিন জানতে পারবে যে তারা বেঁচে থাকা অবস্থায় কি করেছিল আর মৃত্যুর পর তার আমলনামায় আর কি কি জমা হয়েছে।

৬ষ্ঠ আয়াতে বলা হলো, এই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন হে মানব জাতি ! কে তোমাদের সেই দয়ালু আল্লাহর ব্যাপারে বিভ্রান্ত করল ? কোন বুদ্ধিমান চিন্তাশীল মানুষেরই উচিৎ নয় আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হওয়া। কারণ আল্লাহকে চিনবার মত যে জ্ঞান দরকার এবং পরকাল হওয়ার যে যুক্তি তা বুঝা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যা সহজেই মানুষের মাথায় ধরা পড়ার কথা।

৭ম ও ৮ম আয়াতে বলা হয়েছে যে তোমরা প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখ যে আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেটের মধ্যে তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কিভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তা যেটা যেখানে ফিট হওয়ার মত সেটাকে সেইখানে যথাযথভাবে ফিট করেছেন। অর্থাৎ হাতের জায়গায় হাত, পায়ের জায়গায় পা, এভাবে চোখ, নাক, কান মস্তিস্ক, ফুসফুস, শ্বাসনালী, হৃদপিন্ড, কিডনী, লিভার- পাকস্থলি ইত্যাদি সবই যথাযথভাবে তৈরি করে তা যেটা যেখানে ফিট হওয়ার মত সেটাকে ফিট করেছেন। এবং প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন সূরাতে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের চেহারা দেখে চেনা যায় যে এ কে। আল্লাহ আদম (আঃ) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করেছেন ও করবেন তাদের প্রত্যেকেরই চেহারার মধ্যে আল্লাহ এমন পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন যেন চেহারা দেখে টের পাওয়া যায় যে এ কোন ব্যক্তি। কিন্তু

www.pathagar.com

যাদের পৃথক করে চিনবার দরকার নেই তাদের চেহারার মধ্যে বিভিন্নত নেই যেমন এক সাইজের ইলিশ মাছগুলোর চেহারা সব একই ধরণের। এই সাইজের যে কোন মাছ একই চেহারার। কারণ যেগুলোর চেহারা দেখে চেনার দরকার নেই। ঠিক তেমনই যাদেরকেই পৃথক করে চিনবার দরকার পড়ে না তাদের চেহারার মধ্যে কোন বিভিন্নতা নেই। মানুষের গৃহপালিত পশুগুলোর চিনবার দরকার আছে যে, কোনটি কার তাই তাদের চেহারার মধ্যে এমন পার্থক্য আছে যা দেখে মানুষ চিনতে পারে যে এটার মালিক আমি না অন্য কেউ। কিন্তু মানুষের মালিকানায় যা নেই তাদের এক সাইজের জীবগুলোর সবায়ের চেহারা একই প্রকার। আল্লাহর এই সব বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা দেখেও কি জ্ঞানবান মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারবে না এই আল্লাহই আবার পরকালে যার যার সাবেক সুরাতে তাকে উঠাবেন এবং চেনা লোকগুলো তাদের চেনা ব্যক্তিদের দেখেই চিনতে পারবে যে সে কে। শুধু তাই নয় আল্লাহ সূরা কিয়ামার (২৯পারা) ৪ নং আয়াতে বলেছেন;

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ○

কেন নয়, আমি তো তার হাতের আঙ্গুলের করগুলোও যথাযথভাবে পূর্বের ন্যায় বানাতে সক্ষম।

অর্থাৎ এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানব দেহের প্রত্যেকের আঙ্গুলের ছাপ এমন যে একজন টিপ সই-এর সঙ্গে অন্য আরেক জনের টিপ সই-এর কোন মিল নেই। আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করবেন তাদের প্রত্যেকের আঙ্গুলের ছাপ এক এক জনের এক এক প্রকার করে দিয়েছেন। আল্লাহ সেটার কথাও বলছেন যে তোমাদের যে সাবেক চেহারায় সৃষ্টি করতে পারব শুধু তাই নয়, বরং এই দুনিয়ার টিপ সই আখেরাতে জীবনের টিপ সই দুটো মিলালেও দেখবে যে একই টিপসই। এটাও আল্লাহর কাছে অসম্ভব ব্যাপার নয়, আল্লাহ এ ভাবেই মানুষকে এই দুনিয়ার চেহারায় এবং হাতের আঙ্গুলের করগুলো ও পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি করবেন। এই মহাশক্তিধর আল্লাহ সম্পর্কে শয়তান আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইবে আর আমরা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই কি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ব ? এটা কখনো হতে পারে না।

www.pathagar.com

৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন আসলে কিছুলোক প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে। যদি সত্যিই তারা বিশ্বাস করত তবে তাদের মেরে ফেলে দিলেও তারা দোজখে যাওয়ার মত কোন কাজ করত না।

১০-১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে- পক্ষান্তরে তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আল্লাহ আমলনামা লেখার জন্যে লিখক নিযুক্ত করে রেখেছেন। যারা তোমার প্রত্যেকটি কাজ লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছে। তাকি কখনও তোমরা চিন্তা করনা। এ ছাড়াও কেউ ভাল কাজ করলে মরে গেলেও তার ভাল কাজের সওয়াব লেখা হতেই থাকবে। যেমন কেউ মাদ্রাসা মসজিদ ইত্যাদি করে গেলে সে ব্যক্তি মরে যাওয়ার পরও যতদিন পর্যন্ত ঐ মাদ্রাসায় মানুষ এলেম শিক্ষা করবে এবং মসজিদে যতদিন নামায হবে ততদিন তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকবে।

পরবর্তী আয়াতগুলোর অনুবাদই যথেষ্ট মনেকরি তাই তার ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। কারণ তা একেবারেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তবে এই সঙ্গে গলার আওয়াজের কথাও একটু বলছি বুদ্ধিমানদের ভেবে দেখার জন্যে। যেমন আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের চেহারার মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন যেন চেহারা দেখে তাকে চেনা যায়। ঠিক তদ্রুপ প্রত্যেকের গলার আওয়াজের মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন যেন আপনি বহু রাত্রে বাড়ী গিয়ে ঘরের দরজা খুলে দিতে বল্লে বাড়ীর মানুষ আপনার গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারে যে কে ডাকছে। গাড়ীর হর্ণের আওয়াজের মত যদি সব গলার আওয়াজ এক প্রকার হত তাহলে রাত্রে আপনি দরজা খুলতে বলছেন না কোন ডাকাত দরজা খুলে দিতে বলছে তা বাড়ীর ভিতরের লোক টের পেত না, ফলে কি কাণ্ডটা ঘটত তাকি কেউ চিন্তা করেছেন। এর হাত থেকে বাঁচার জন্যে দয়ালু আল্লাহ প্রত্যেকের গলার আওয়াজে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। এ দেখেও কি আল্লাহর কাজ সম্পর্কে ধারণা করা যায় না?

সূরা ইনশিকাকের ১ থেকে ২০ আয়াত পর্যন্ত দেয়া হলো যার মধ্যে পরকালের স্পষ্ট ছবি রয়েছে। পূর্বের সূরার ন্যায় এর পুরাটা দেয়া হলো না। এর নিচের কিছু অংশ বাদ দেয়া হলো। কারণ এর পরে সিজদার আয়াত রয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা ইনশিকাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ
مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ يَا أَيُّهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ
أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُو
ثُبُورًا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ
لَنْ يَحُورَ ۝ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝
وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

শব্দার্থঃ

اَلسَّمَاءُ انْشَقَّتْ - আকাশ যখন ফেটে যাবে। وَاَذِنَتْ এবং সে নির্দেশ পালন করবে لِرَبِّهَا -তার রবের। وَحُقَّتْ -এবং সেইটাই হবে তার দায়িত্ব। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে ফেটে যাওয়াই হবে আসমানের দায়ীত্ব বা কর্তব্য। وَاِذَا الْاَرْضُ-আর জমীন যখন مُدَّتْ -সম্প্রসারিত ও সমতল হবে। وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا-আর বের করে দেবে যা কিছু আছে তার

www.pathagar.com

وَاَذِنَتْ -এবং (বের করে দিয়ে জমিন) খালি হয়ে যাবে। وَتَخَلَّتْ মধ্যে لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ -এবং তার জমীনে রবের নির্দেশে এটা করাই হবে তার হক বা দায়িত্ব।

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ -ওহে মানব জাতি اِنَّكَ -নিশ্চয়ই তুমি كَادِحٌ চলে যাওয়ার পথে রয়েছে اِلٰى رَبِّكَ -তোমার রবের দিকে كَدْحًا তীব্র আকর্ষণে চলে যাওয়ার মত চলে যাচ্ছ। فَمُلٰقِيْهِ -অতঃপর তার (আল্লাহর) সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। فَاَمَّا مَنْ -অতঃপর যাদের بِيَمِيْنِهٖ -দেয়া হবে। كِتٰبَهٗ -তার কিতাব বা তার আমল নামাকে -তার ডানহাতে فَسَوْفَ -অতঃপর শীঘ্রই يُحَاسَبُ -হিসাব নেয়া হবে حِسَابًا -হিসাবকে يَسِيْرًا -সহজ করে। وَيَنْقَلِبُ -এবং সে ফিরে যাবে اِلٰى -দিকে اَهْلِهٖ - তার আপন জনের مَسْرُوْرًا -আনন্দ চিত্তে وَاَمَّا -এবং যার বা যাদের مَنْ -দেয়া হবে। كِتٰبَهٗ -তার আমলনামা وَرَآءَ ظَهْرِهٖ -তার পিছন দিক থেকে- (বাম হাতে) فَسَوْفَ -খুব শীঘ্রই يَدْعُوْا -সে ডাকবে।

ثُبُوْرًا -মৃত্যুকে وَيَصْلٰى -এবং পড়ে যাবে سَعِيْرًا -জ্বলন্ত আগুনে। اِنَّهٗ -নিশ্চয়ই সে كَانَ -ছিল فِيْٓ -মধ্যে اَهْلِهٖ- তার পরিবার-পরিজনের مَسْرُوْرًا -আনন্দে মগ্ন। اِنَّهٗ -নিশ্চয়ই সে ظَنَّ -ধারণা করত اَنْ -যে لَنْ يَّحُوْرَ কক্ষনো ফিরতে হবেনা। (অর্থাৎ পরকালে তাকে জিন্দা করা হবে, এবং হিসাব নিকাশের পর তাকে তার পার্থিব জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রতিফল ভোগ করতে হবে- তা সে বিশ্বাস

www.pathagar.com

করত না।) بَلٰى -হয় (তা ভোগ করতে হবে, যার থেকে রেহাই পাবে না) اِنَّ -নিশ্চয়ই رَبَّهٗ -তার রব (বা তার প্রতিপালক ও পর্যবেক্ষনকারী) كَانَ بِهٖ-ছিলেন তার সব কিছুর সঙ্গে। بَصِيْرًا -পর্যবেক্ষক হিসেবে। فَلَآ -অতএব নয়, (তোমার ধারণা ঠিক নয়) اُقْسِمُ - আমি কসম করে বলছি بِالشَّفَقِ- সন্ধ্যা বেলার, যখন (যখন সূর্য ডুবে গেলে পশ্চিম আকাশে রঅল তাকে তখনকার কসম করে বলছি) وَالَّيْلِ এবং কসম করে বলছি রাত্রির اِذَا اتَّسَقَ যখন অন্ধকারে সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। (অর্থাৎ সূর্য ডোবার স্থান যখন আর বোঝা যায় না। যে কোথায় সূর্যটা ডুবেছে তার চিহ্ন যখন থাকে না তখনকার কসম করে বলছি) لَتَرْكَبُنَّ-অবশ্যই অগ্রসর হবে طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ-একস্তর থেকে অন্য স্তরে (অর্থাৎ শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর। কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে পৌঢ়, পৌঢ় থেকে বৃদ্ধ, বৃদ্ধ থেকে মৃত্যু ইত্যাদি ভাবে অগ্রসর হতে রয়েছে فَمَا لَهُمْ -তাদের কি হয়েছে যে لَا يُؤْمِنُوْنَ -তারা ঈমান আনছেনা (অর্থাৎ এই যখন জীবনের প্রকৃত অবস্থা তখন তারা এসব কথা শোনার পরও কেন ঈমান আনছে না, তবে কি তারা অবিশ্বাস করে জাহান্নামের দিকে যেতে থাকবে ?

অনুবাদ ঃ যখন আসমান ফেটে যাবে। আর আকাশ তার রবের নির্দেশ পালন করবে। আর তার জন্যে এটাই উচিৎ হবে। (সে তার রবের নির্দেশ মেনে চলবে) আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে। আর তার (যমীনের) গর্ভে যা কিছু আছে তা সবই বের করে দিয়ে- যমীন শূন্য হয়ে যাবে। এ করেই সে তার রবের নির্দেশ পালন করবে। আর এটা করা তার জন্যে অবশ্যই করণীয় হয়ে পড়বে। হে মানুষ ! তোমরা তীব্র আকর্ষণে তোমার রবের দিকে চলে যাচ্ছ। এবং যেতে যেতে একদিন তার সাথে সাক্ষাত হয়ে যাবে। অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে,

www.pathagar.com

তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। এবং সে তার আপনজনদের দিকে আনন্দের সঙ্গে ফিরে যাবে। আর যাকে আমলনামা তার পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে। সে মৃত্যুকে ডাকবে ও জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সে নিজের পরিবারের লোকজন নিয়ে - (দুনিয়াতে) সুখে- স্বাচ্ছন্দে বাস করেছে (আর নয়) সে মনে করেছিল যে আর কক্ষনু ফিরতে হবে না। সে ভাবত, ফিরতে পারবে কিরুপে ? তার রং তার কাজ কাম সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে ছিলেন। অতএব, নয়, আমি শপথ করছি ভোর বেলার ও রাত্রের, সে যা কিছু ঢেকে ফেলে তার। আর চাঁদের, যখন সে পূর্ণতা লাভ করে। তোমাদের অবশ্যই একস্তর থেকে অন্য স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে এই লোকগুলোর কি হয়েছে ? তারা এখনও ঈমান আনছে না কেন? (অর্থাৎ এই যখন তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থা তখন তাদের কি হয়েছে যে তারা এখনও ঈমান আনছে না ?

ব্যাখ্যাঃ ১ ও ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ আকাশকে যখন ফেটে যেতে বলবেন তখন তার (আকাশের) রবের নির্দেশে ফেটে যাওয়াটাই হবে তার দায়িত্ব।

৩-৫নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ যখন কিয়ামত হবে তখন জমিন আর অসমতল থাকবে না, পাহাড় পর্বত, নদী নালা সাগর মহাসাগর কিছুই থাকবে না, তখন পুনরায় তৈরী কিয়ামতের মাঠ (পৃথিবী) হবে একেবারে সমতল। এবং তৈরী হবে বর্তমান পৃথিবীর যা একবারে ফানা হয়ে যাবে, তা দিয়েই এবং তার কোথায় কার কবর আছে তাও চিহ্নিত হয়ে যাবে। কবরের মধ্যে দাফন করা লাশ যখন রেখে আসা হয়েছিল তখন তা যেরূপ ছিল সেই রূপ অবস্থায় এসে যাবে। এরপর আল্লাহর নির্দেশে সেই কবরের মানুষগুলোকে মাটি উপরে তুলে দেবে এবং এই মানাটাই হবে তখন নতুন তৈরী পৃথিবীর মাটির দায়িত্ব। কাজেই ঐ লাশগুলোকে -যাদের দেহের সঙ্গে আল্লাহ রুহ্ জুড়ে দিবেন তাদের মাটির ভিতর থেকে বের করে দেয়াই হবে মাটির দায়িত্ব কাজেই মাটি সে দায়িত্ব পালন করবে।

৬নং আয়াতে বলা হয়েছে যে হে মানুষ তোমরা তীব্র আর্কষণে আল্লাহর দিকে এগোচ্ছ। এগোতে এগোতে একদিন আল্লাহর সামনে গিয়ে হাজির হয়ে পড়বে -সেদিন আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

৭-১২ আয়াতে বলা হয়েছে সেদিন কিয়ামতের মাঠে হাজির হয়ে মানুষ দেখতে পাবে, যতগুলো মানুষ ঠিক ততগুলো বড় ভলিউম খাতা (আমলনামা)মাথার উপরে পাখীর মত উড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন যদিও সবাই উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে কিন্তু দিনটি হবে এমন ভীষণ দিন যে কেউ কারো দিকে চেয়ে দেখার মত মন হারিয়ে ফেলবে। তখন সবাইর নজর হবে উপরের আমলনামার ঝাঁকের দিকে। আর সবাই ইয়া নফসি ইয়া নফসী করবে আর আমলনামার দিকে চেয়ে ভাবতে থাকবে যে -আমার আমলনামা যেন কোন হাতে এসে পড়ে।

যাদের আমলনামা সামনের দিক থেকে এসে ডান হাতে পড়বে তারা বুঝবে যে আমাদের হিসাব সহজ হয়ে যাবে। এবং তারা সত্বরই তাদের পরিবার- পরিজন নিয়ে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। এখানে পরিবার-পরিজন বলতে তাদের বুঝায় যারা নিজেরা বেহেস্তের পথে চলেছে এবং তাদের পরিবারের লোকগুলোকেও বেহেস্তের পথে নেয়ার চেষ্টা করেছে। এবং পরিবারের মধ্যে যারা বেহেস্তি হবে তারা একসঙ্গেই বেহেস্তে ঢুকে পড়বে।

আর যাদের আমলনামা পিছনের দিক থেকে এসে বাম হাতে পড়বে। তারা চিৎকার করে উঠবে। আর বলবে আল্লাহ পুনরায় মৃত্যু দাও। যদিও তা আর সম্ভব হবেনা, যেমন গাভীর বাট থেকে দুধ বেরিয়ে আসলে আর তা গাভীর বাটের মধ্যে ঢুকান যায় না, ঠিক তদ্রুপই কবর থেকে উঠে আসার পর আর কেউই কবরে ঢুকতে পারবে না, তবুও তারা চিল্লাবে যে আল্লাহ আবার মৃত্যু দাও। শেষ পর্যন্ত তাদের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে।

এ কথা আমার মাথায় ঢোকেনা যে এটা যখন বাস্তবে ঘটবেই এবং এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই তখন মানুষ কোন সাহসে আল্লাহর পথে আসে না। এবং কোন সাহসে ইসলামের সঙ্গে বিরোধিতা করে ? তারা কি মনে করে যে মরে গেলেই সব শেষ হয়ে যাবে ? তা কখনও হবে না।

১৩নং আয়াতঃ এরা পৃথিবীতে নিজের ঘরের লোকজন নিয়ে যে আমোদ প্রমোদ করে গেছে, ঐটাই তাদের সুখ-ভোগের দিনগুলো ছিল। তারা পরকাল মানেনি কাজেই সুখ ভোগের সূর্য কখনও দেখতে পাবে না। জাহান্নামে গিয়ে দলবদ্ধ হয়ে হরতাল ডাকলেও তার দিকে এক সেকেন্ডের জন্যে কেউ তাকিয়ে দেখবে না।

www.pathagar.com

১৪ নং আয়াতঃ তারা মনে করেছিল মরে গেলে আর ফিরতে হবে না। কিন্তু যখন ফিরবে তখন তাদের হুশ হবে। কিন্তু তখন হুশ হলে আর কোন ফল হবে না। যেমন কেউ যদি তার ছেলের কলেরা হলে মনে করে যে পানি পড়াতেই সেরে যাবে। আর যদি শেষ পর্যন্ত পানি পড়াতে না সারে এবং ছেলে মরে যায় তখন যদি এই বলে মাটিতে মাথা ঠুকে কাঁদতে থাকে যে হায়রে ছেলেটাকে যদি ডাক্তার দেখাতাম বা কলেরা হাসপাতালে নিতাম তাহলে হয়ত ছেলেটা বেঁচে যেত। কিন্তু বাচ্চা যখন মরেই সেরেছে তখন আর মাথা ঠুকে কেঁদে মাথা ফাটিয়ে ফেললেও ছেলে জিন্দা হবে না। ঠিক তদ্রুপ কিয়ামতের দিন আর আফসোস করে এবং কেঁদে কেঁদে মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেল্লেও আর কোন ফল হবে না। ফল হতো মৃত্যুর পূর্বের সময় থাকতে আল্লাহর পথে ফিরে আসলে। এবং আল্লাহর দেয়া জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহকে চেনার চেষ্টা করলে।

১৫-২০নং আয়াতঃ এখানে আল্লাহ সন্ধ্যাকালেব শপথ ও অন্ধকার রাতের কসম করে বলেছেন, যে সূর্যের যেমন একটা সকাল বেলা আছে তোমাদের জীবনেও একটা সকাল বেলা আছে, আর সূর্যের যেমন দুপুর বেলা আছে তোমাদের জীবনেরও একটা দুপুর বেলা আছে, সূর্যের যেমন বিকাল বেলা আছে তেমনি তোমাদের জীবনেও বিকাল বেলা আছে। সূর্যের যেমন ডুবে যাওয়া আছে তোমাদের জীবনেও তেমন ডুবে যাওয়া(মৃত্যু) আছে। সূর্য ডুবে গেলে যেমন সূর্য দেখা না গেলেও পশ্চিম আকাশ কিছু সময় লাল দেখা যায়, যাতে বুঝা যায় যে সূর্য অমুক জায়গায় ডুবেছে। ঠিক তেমনই তোমরাও মরে গেলে কিছুদিন পর্যন্ত ডুবে যাওয়ার মত দেখা না গেলেও তোমাদের নামটা এবং কবরের চিহ্নটা থাকবে। তারপর রাতের গভীর অন্ধকারে যেমন সূর্য ডোবার স্থান টের পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনই তোমরা ও একদিন কালের অন্ধকারে এমনভাবে ঢাকা পড়ে যাবে যে কোথায় তোমার জন্ম হয়েছিল, কি তোমার নাম ছিল, আর কোথায় তোমার কবর ছিল, তার কিছু আর কেউই জানতে পারবে না। তুমিও সূর্যের ন্যায় কালের অন্ধকারে ঢেকে যাবে। তবে সূর্য বাংলাদেশের আকাশ থেকে হারিয়ে গেলেও সে যেমন প্রকৃত পক্ষে হারিয়ে যায় না, সে তখন আমেরিকার আকাশে থাকে। তোমরাও পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেও আলমে বরজাখ

www.pathagar.com

থেকে হারাবে না। সেখানে তোমরা ঠিকই থাকবে। (এ উদাহরণ আল্লাহর দেয়া) মানুষকে তার জীবন সম্পর্কে এর চাইতে উত্তম উদাহরণ দিয়ে আর কিভাবে বুঝান যায় তা আমার মাথায় ধরে না।

এরপর উদাহরণ দেয়া হয়েছে চাঁদের, চাঁদ যেমন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে যেতে তার জীবনে একদিন পূর্ণিমা এসে যায় ঠিক তেমনই তোমরাও চাঁদের মত এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছে যাচ্ছ। অর্থাৎ তোমরা একদিন ছিলে শিশু, পরে হলে বালক/বালিকা, পরে হলে কিশোর/কিশোরী এর পর ছিলে যুবক/যুবতী এরপর হলে প্রোঢ়/প্রোঢ়ী। হলে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, পরে একদিন চাঁদের মত তোমাদের জীবনে এসে যাবে আমাবশ্যা অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া থেকে হারিয়ে যাবে তোমরা হয়ে যাবে মোরদা।

এরপর চাঁদের যেমন আমাবশ্যায় (যে চাঁদটাই) হারিয়ে যায়। ঠিক সেই চাঁদটাই কয়েকদিন পরে আবার উঠে পড়ে। তোমরাও সেইরূপ আমাবশ্যার চাঁদের ন্যায় পৃথিবীর আকাশ থেকে হারিয়ে যাবে কিন্তু চাঁদ যেমন আসলে হারায় না। ঠিক যে চাঁদটাকে আমরা আমাবশ্যার দিন খুজে পাই না ঠিকই কিন্তু সে চাঁদ থাকেই। মানুষ তোমাদের জীবনে আমাবশ্যা আছে। তোমাদের জীবনের আমাবশ্যায় তোমরা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিলে। ঠিক সেই মানুষটাই কিয়ামতের মাঠে উঠে পড়বে। আল্লাহ বলছেন এই যখন তোমাদের জীবনের বাস্তব অবস্থা, তখন তোমাদের কি হয়েছে (বা তোমাদের মাথায় কি কীড়া ঢুকেছে) যে তোমরা ঈমান আনবে না। (এরপর যেটুকুর আয়াত লিখি নাই সেখানে বলা হয়েছে) আর তাদেরকে যখন কুরআনের আয়াত শোনান হয় তখন তারা মাথা নত করে না। অর্থাৎ সিজদা করে না বরং কাফেররা যা মিথ্যা সেইটাকেই সত্য মনে করে আর যা সত্য তাকেই মিথ্যা মনে করে। তাদের অবস্থা আল্লাহ ভাল জানেন। তাদের জন্য রয়েছে পরকালে ভীষণ আযাব। তাদের এই আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দাও। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজগুলো করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত শুভ প্রতিফল। এটাও তাদের শুনিয়ে দাও। (আমার জ্ঞানে যেটুকু সম্ভব তা আমার লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করলাম। এরপরবর্তী দায়িত্ব পাঠক পাঠিকাদের।

www.pathagar.com

কিয়ামতের ভয়াবহতা

রাসূল (দঃ) একদিন বললেন, "কিয়ামতের মাঠে সবাই উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বল্লেন তখন কি আমরা লজ্জা পাব না ? জওয়াবে রাসূল (সাঃ) বল্লেন সেদিন এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে যে কারো সাধ্য থাকবে না যে কেউ কারো দিকে চেয়ে দেখবে।"অর্থাৎ কেউ উলঙ্গ অবস্থায় আছে নাকি কাপড় পরা অবস্থায় আছে তা দেখবার মত অবস্থা থাকবে না। একটি মানুষের ও তা সে- যত বড় বুজুর্গই হোক না কেন ।

সূরা আল ফজরের ২২ ও ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন —

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۔ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ

যেদিন তোমার রব তোমাদের সামনে এমন অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবেন যখন সমস্ত ফেরেস্তারা সারীবব্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এবং সেদিন সবার সামনে জাহান্নামকে হাজির করা হবে।

এর অর্থ এ নয় যে, জাহান্নাম যেখানে আছে সেখান থেকে জাহান্নাম তুলে নিয়ে কিয়ামতের মাঠে হাজির করা হবে এবং জাহান্নাম দেখানোর পর আবার জাহান্নামকে স্বস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে।

এর অর্থ হলো এই যে, জাহান্নাম তার নিজের স্থানেই থাকবে এবং বেহেস্তও তার নিজ স্থানে থাকবে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি শক্তিকে এমন করে দেয়া হবে যে পৃথিবীতে দূরবিক্ষণ যন্ত্র চোখে দিয়ে দেখলে যেমন বহু দূরের জিনিষ নিকটে দেখা যায় । ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ মানুষের দৃষ্টি শক্তিকে এমন করে দিবেন যে সে বহু দূরের দোজখ একেবারেই নিকটে দেখতে পাবে। তাফসীরে কাদেরীতে লিখেছে মানুষকে যখন দোজখ দেখান হবে তখন সাধারণ মানুষতো দূরের কথা খোদ আল্লাহর নবী রাসূল যারা ভালই বুঝবেন যে ঐ দোজখে আমাদের যেতে হবে না। তারা ও দোজখ দেখে এমনভাবে শিহরে উঠবেন যে নবীদের পর্যন্ত গায়ের পশম খসে পড়ে যাবে। এমন দৃশ্য হবে দোজখের। দোজখের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল কুরআনে আরো বহু

www.pathagar.com

আয়াত আছে। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তাদেরকে এক বারের বেশী দুইবার বলার দরকার পড়ে না। আর যারা অবিশ্বাসী তাদের কথা আল্লাহই বলেছেন —

সূরা বাকারার ৬ নং আয়াতে আছে যে —

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

অবশ্য যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে তার উপর কায়েম রয়েছে তাদেরকে হুসিয়ার করা আর হুসিয়ার না করা সবই সমান। (তাদের যতই বলনা কেন) তারা ঈমান আনবে না তাদের কথা বাদ।

যারা আল্লাহকে মানে তাদের পরকাল এমনভাবে মানা উচিৎ যেমন আমরা রাতের পরে দিন আসবে এবং দিনের পরে রাত আসবে তা মানি। আমি আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যদি কাউকে মানুষ বলে স্বীকার করি তাহলে যেমন তার মাথা, নাক, কান, চোখ, মুখ, হাত , পা, দেহ, ইত্যাদির কোনটাকেই অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি না, ঠিক তেমনই আল্লাহকে আল্লাহ বলে মানলে, আল্লাহর ইহকাল, আল্লাহর পরকাল, আল্লাহর বিচার, আল্লাহর বেহেস্ত আল্লাহর দোজখ, ইত্যাদির সবগুলোকেই মানতে হয়। একটা লোককে জিন্দা মানুষ বলে মানলাম অথচ তার যে একটা মাথা আছে তা অস্বীকার করলাম না। এই ধরণের মাথাবিহীন একটা জিন্দা মানুষকে মানাও যেমন, তেমন কিয়ামত, বেহেস্ত দোজখ, শেষ বিচার ইত্যাদিকে বাদদিয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করাও তেমন। এসব কি আমাদের মাথায় ধরবে ? আশা করি ধরবে।

www.pathagar.com

পরকাল আমরা সত্যই কি মানি ?

আমি একটা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে, আমরা পরকাল মানি কি না। ধরুণ কোন একটা লোককে বলা হলো তুমি যদি একটা কাজ করতে পার তাহলে তোমাকে সারা পৃথিবীর বাদশাহী একেবারে আজীবন কালের জন্য দিয়ে দেব। কাজটা করতে বেশী সময় লাগবে না। লাগবে মাত্র ৫মিনিট সময়। কাজটা হলো আমি একটা গর্ত করবো ৫হাত লম্বা -২হাত চওড়া এবং ২। হাত গভীর। তার মধ্যে ৩ ইঞ্চি পূরু করে পাথুরে কয়লা দিয়ে তাতে কেরসীন তের ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেব। পাথুরে কয়লা যখন পুড়ে লাল হয়ে পড়বে তখন বলব মাত্র ৫মিনিট তার মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে থাকবে। তারপর উঠে আসবে উঠে আসলেই তোমাকে সারা পৃথিবীর রাজত্ব আজীবন কালের জন্যে লিখে দেব। এ প্রস্তাবে কেউ রাজী হবে কি ? রাজী হলে তো সারা দুনিয়ার বাদশাহী মিলবে। এ প্রস্তাবে দুনিয়ার একটি লোকও রাজী হবে না। এমন কি আমিও না আপনিও না। এই যখন আমাদের মনের অবস্থা তখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এর নিকট থেকে গোর আজাব ও দোজখের আজাবের কথা যা শুনি তা যদি চোখে দেখা ঐ কবরাকৃতির গর্তের আগুনকে যেমন ভয় করি তার চাইতে কি বেশী ভয় করতাম না ? অবশ্যই করতাম। কিন্তু আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখে কি মনে হয় যে আমরা সত্যই পরকাল বিশ্বাস করি ? যদি সত্যিই বিশ্বাস করতাম তাহলে যখন শুনতাম যে কুরআনে বা হাদীসে আছে অশ্লীল সিনেমা দেখলে গোনাহ হয় এবং এই গোনার কারণে তাকে পৃথিবীর আগুন নয়, দোজখের আগুনে পুড়তে হবে। তাহলে আপনাকে যদি কেউ বলে যে চলো একটু সিনেমা দেখে আসি, তাহলে ঐ আগুনকে যেমন ভয় করেন, ঠিক তেমনই ভয় করতেন সিনেমায় যাওয়াকে। এরপরও যদি তাকে জোর করে সিনেমায় যেতে বলে তবে সেও জোর করবে না যাওয়ার জন্য। তার অবস্থা হবে তখন এমন যে এন্ডিনকে যারা বিষ বলে জানে তাদের যেমন এন্ডিন জোর করেও খাওয়ান যায় না তেমন তাকে দিয়ে (পরকালে বিশ্বাসীকে দিয়ে) একটাও অন্যায় কাজ করানো যেত না।

এরপর আর একটা যুক্তি দেব। তাহচ্ছে এই যে আমরা তো এমন স্বভাবের মানুষ যে দুনিয়ার শান্তির জন্য রাজনৈতিক দল করি, আন্দোলন করি, হরতাল করি, করি অনেক কিছুই কেন করি ? করি এই জন্যে যে এ দুনিয়ায়

www.pathagar.com

আমরা শান্তি চাই। এই শান্তির জন্যে যে শান্তির মেয়াদ ৬০/৭০ বা ৮০/৯০ বছরের বেশী না, সেই জীবনের শান্তির জন্যে যদি এত কিছু করতে পারি তাহলে অনন্ত কালের জীবনের সুখ শান্তির জন্যে কি আন্দোলন করতে পারি না ? অবশ্যই পারি। যদি পরকালকে দেখা যায় যারাই সত্যিকার অর্থে পরকাল বিশ্বাস করে তারা কমপক্ষে দুটো কাজ করবেই যথা —

১। যেটাই গোনাহর কাজ সেটা তাদের দ্বারা করান যাবেনা সারা পৃথিবীর বাদশাহীর দেয়ার লোভ দেখালেও।

২। সে আল্লাহর যেসব আইন অমান্য করে চললে দোজখে যেতে হবে সেই সব আইন সে কিছুতেই মানবে না। যদি দেখে যে সমাজে আল্লাহ বিরোধী আইন চালু রয়েছে যা মেনে চল্লে জাহান্নামে যেতে হবে তবে সে আইন সে কিছুতেই মানবে না। রাসূল (সাঃ) যখন দেখেছেন এই সমাজে বাস করে বেহেস্তে যাওয়া যাবে না। তখন তিনি তার সমবিশ্বাসী বা পরকালে বিশ্বাসী সাহাবীদের নিয়ে মরন-পণ জিহাদ করেছেন একটানা ২৩ বছর। তারপর এমন সমাজ কায়েম করেছেন যে সমাজের সমস্ত আইন কানুনই ছিল এমন যে আইন মেনে চল্লে বেহেস্তে যাওয়া যায়।

ঠিক তদ্রুপ আমরা যদি সত্যিই পরকালে বিশ্বাসী হই তবে আমাদেরকেও একমাত্র জাহান্নামের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই এমন আন্দোলন ও জিহাদ করতে হবে যেন রাসূল (দঃ) এর পথ ধরতে পারি। আন্দোলন করতে হবে পরকালের শান্তির জন্য আর দোজখের পথে যেতে যারা বাধ্য করতে চায় এবং বেহেস্তের পথে চলতে যারা বাধা দেয়, তাদের সঙ্গে প্রয়োজন হলে দোজখের আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই জিহাদ করতে হবে। করতে হবে একই বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের এক দলবদ্ধ হয়ে একযোগে।

এসব লক্ষণই হচ্ছে পরকাল সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করার লক্ষণ। ভেবে দেখতে হবে আমাদের মধ্যে আছে কি পরকাল বিশ্বাসের এ সব লক্ষণ?

আশা করি এবার থেকে আমরা ভেবে দেখব। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দাও যেন পরকাল বিশ্বাসের সঠিক প্রমাণ দিয়েই তোমার দরবারে হাজির হতে পারি। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫